বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-১৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-১৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-১৬

প্রকাশনায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা পর্ষদ

চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি - আহ্বায়ক
নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি - সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান - সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি - সদস্য
জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি - সদস্য-সচিব

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অপরাপর এলাকার তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, পাহাড়, প্রকৃতি, নদী, লেক, ঝর্ণা সবকিছু মিলে এই অঞ্চলটিকে অপরূপ সুন্দর একটি অঞ্চলে পরিণত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি। বর্তমানে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ অঞ্চলে শান্তি আনয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে বিক্ষুব্ধ পার্বত্য জনপদে বর্তমানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশে-বিদেশে বিপুল প্রশংসা লাভ করেছে।

বর্তমান সরকার এ অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা এ অঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রেখে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করছে। পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গত ৮ মে ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পার্বত্যবাসীর সুবিধার্থে ঢাকার বেইলী রোডের প্রায় দুই একর জায়গায় একটি অত্যাধুনিক পার্বত্য কমপ্লেক্স নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন যা পার্বত্যবাসীর মহৎপ্রাপ্তি এবং পার্বত্যবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ। পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাথে দেশের অপরাপর এলাকার মানুষের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আদান-প্রদান, সহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরিতে পার্বত্য কমপ্লেক্সটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়নের পথিকৃৎ একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এ বোর্ডের দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ৭০ কোটি টাকায় ২০২টি প্রকল্প/স্কিম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ৮৬ কোটি টাকায় ১৭টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২৬টি উপজেলা, ৭টি পৌরসভা, ১২১টি ইউনিয়ন এবং ৩৭৫টি মৌজা নিয়ে পাহাড়-ঝর্ণা ও আঁকাবাঁকা নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এক সমৃদ্ধ জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভিত এ অঞ্চলে বাংলাভাষী এবং অনন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের অধিকারী ১১টি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর বাস।

শোষণ-বঞ্চনা এবং দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এ অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ অঞ্চলের মানুষের পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতা দূর করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা নেন। উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কোচিত চিন্তাপ্রসূত প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন অধ্যাদেশের ধারাবলে পাস হওয়ার পর এর ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। বর্তমান সরকার বোর্ডের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকান্ডকে আরো বেশি শক্তিশালী করেছে; ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এখন এ অঞ্চলের জনগণের আরো বেশি আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে।

সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা কৃষি ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কমলা ও মিশ্র ফল চাষ, রাবার বাগান সৃজন, পাহাড়ী খামার উন্নয়ন, গবাদিপশু ও সেলাই মেশিন বিতরণ, কৃষকদের আধুনিক সেচ যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর বিতরণ, বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৌলিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, মেধাবী ও অনগ্রসর ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তার (কোড নং-৭০৩০) আওতায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২টি স্কিম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার (কোড নং-৫০১০) আওতায় ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়রত ১,২৮১ জন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং ২০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার বিষয়ে আইসিটিভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন বোর্ডের উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্য ও আলোকচিত্র সম্বলিত একটি প্রামাণ্য দলিল। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)

তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্মসচিব
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সর্বপ্রথম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা, শিক্ষাবৃত্তি, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা জন্য স্কলারশিপ এর ব্যবস্থাসহ পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠন ইত্যাদির উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর চেতনার ফসল।

নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্যাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড উন্নয়নধর্মী এক শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালে জারীকৃত ৭৭ নং অধ্যাদেশ মূলে "আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" ধারণার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিগত চার দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, বিভিন্ন আয়বর্ধনমূল কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণসহ পার্বত্য জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় মোট ২০২টি স্কিম সমাপ্ত করছে যার ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ৫০১০ এর আওতায় মোট ১৭টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে যার ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৮০%। কিছু কিছু প্রকল্প/স্কিম বরাদ্দ অনুযায়ী আংশিক সমাপ্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রকল্প/স্কিম বর্তমানে চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর নিঁখুত ও টেকসই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের কাছে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পার্বত্যবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাফল্যের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশ বোর্ডের বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজের একটি অন্যতম অংশ। বার্ষিক প্রতিবেদনে পুরো বছরের বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতির তথ্য এবং আলোকচিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আশা করি এ প্রতিবেদনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদানে কিছুটা হলেও সমর্থ হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশনার সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম সচিব)

সম্পাদকীয়

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গড়ে উঠা জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। নদী, পাহাড়, ঝর্ণা, হ্রদ, ছড়া, আঁকা-বাঁকা রাস্তা, চিরহরিৎ বনাঞ্চলমন্ডিত সুবিস্তৃত পাহাড় এ পার্বত্য জনপদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাঙালি জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রেখে একত্রে বসবাস করছে যা এ জনপদকে সুষমামন্ডিত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্পদের অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন যাবৎ পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অবস্থায় ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ধারণার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: তারিখে সফলতার স্মারক হিসেবে ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সব জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন, পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি খাতে ক্রমোন্নত ধারায় অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও মা ও শিশু কল্যাণ সাধনে অবদান রাখাসহ বর্তমানে আইসিটি খাতে যুব-যুবমহিলাদের প্রশিক্ষণ, দুর্গম জনপদে সৌর বিদ্যুৎ পৌছানের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল স্থাপন, মিশ্র ফল চাষ ও সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তিন পার্বত্য জেলায় ব্যাপক ইতিবাচক ও দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২টি স্বল্পমেয়াদী এবং ৮৬ কোটি ব্যয়ের ১৭টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ১,২৮১ জন মেধাবী ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানসহ ২০০ জন বেকার যুব-যুবমহিলাকে আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ২০(১) ধারা এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৬(৩) ধারার বিধান মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫-১৬ প্রকাশনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নিঃসন্দেহে এ প্রতিবেদন থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবেন।

বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম সচিব) এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রণয়নে ও প্রকাশনায় মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনকে ঋদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরবরাহকৃত তথ্য ও আলোকচিত্র এ প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ ও বাস্তবতাপূর্ণ করেছে। তাই আমি সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে এ প্রতিবেদন মুদ্রণে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার প্রত্যাশা করি।

(আশিষ কুমার বড়ুয়া)
সদস্য-প্রশাসন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
• ভিশন	২
• মিশন	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড	৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জনবল	৪
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ	৪
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ	৫
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভাসমূহ	৬
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১১
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলার কোড নং ৭০৩০ এবং কোড নং ৫০১০ আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিম/প্রকল্পের বিবরণ	২১
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার	৩৫
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলাওয়ারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার	৩৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা কোড নং-৭০৩০ আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার	৩৮
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোড নং-৫০১০ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার	৩৯
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন স্কিম/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪০
• কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	৪১
• শিক্ষা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	৪২
• সমাজকল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	৪৩
• ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	৪৪
• ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন স্কিম/প্রকল্প পরিদর্শন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন	৪৫
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পসমূহ	৪৮
• সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৫০
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৫১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন	৫৩
• সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	৫৪
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন	৫৬
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	৫৮
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র	৫৯-৬৫

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে সমগ্র দেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা জুড়ে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ অঞ্চলে রয়েছে হ্রদ, ঝর্ণা, জলপ্রপাত, ছোট-বড় পাহাড় ও বিস্তীর্ণ পার্বত্য বনভূমি। এ অঞ্চলে বসবাসরত ১১টি ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি এবং বাঙালী জনগোষ্ঠি মিলে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ নিজ নিজ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সযত্নে লালন করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রেখে দীর্ঘ কাল ধরে একত্রে বসবাস করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রায় সকল ক্ষেত্রে এখানকার মানুষ সমতলের তুলনায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে বসবাসকারী অবহেলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল জুম চাষ ও দিনমজুরী। বর্তমানে এ অঞ্চলে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে নির্বিচারে বনজ সম্পদের অবাধ আহরণের ফলে জুম চাষীদের জুমে পূর্বের চাইতে ধান ও অন্যান্য ফসলাদির উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা তত সচ্ছল নয়। এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অধিকাংশ লোক নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়। এছাড়াও দীর্ঘদিনের বিদ্যমান ভূমি সমস্যা, বিনিয়োগের সমস্যা, আঞ্চলিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি এ অঞ্চলের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজমান।

বর্তমানে এ অঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে এবং এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়ক ভূমিকা যেমন প্রয়োজন তেমনি সুশীলসমাজসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ উন্নয়ন সহযোগি দাতা সংস্থাসমূহের সহায়তাও প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ অঞ্চলের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত বিগত ৪০ বছর যাবৎ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে সমগ্র দেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পার্বত্যাঞ্চলের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সুদূর ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই এ অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠির আর্থিক উন্নতি ও কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসরতা এবং এখানকার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের অভিপ্রায়ে এবং পার্বত্য অঞ্চলকে বাংলাদেশের অপরাপর এলাকার উন্নয়নের সমান্তরালে নিয়ে আসার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দুর্গম ও অনগ্রসর পার্বত্য জনপদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ব্রত নিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪' প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

ভিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণ।

মিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ;
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন;
- মা ও শিশু কল্যাণ এবং
- দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

বোর্ডের কার্যাবলী

- পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;
- অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের "পরিচালনা বোর্ড" হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বডি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা; তিন পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দবান, খাগড়াছড়ি) জেলা প্রশাসক (পদাধিকারবলে); রাঙ্গামাটি, বান্দবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এ বোর্ডের সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভার আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তাবয়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

বোর্ডের পরামর্শক কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) এ কমিটির চেয়ারম্যান। এছাড়াও রয়েছে পার্বত্য জেলাসমূহের তিনজন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি; সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান; সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান; সরকার কর্তৃক মনোনীত সার্কেল চীফের সহিত পরামর্শক্রমে পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান; চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তিনজন সদস্য। পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় স্বীয় এলাকার জনগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা ও জনকল্যাণ বিবেচনায় তাঁরা বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কিম ও প্রকল্প গ্রহণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ডও পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রদত্ত অভিমত/পরামর্শসমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জনবল

ক্রম.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১টি	১১৪ জন	৩৭টি	রাজস্ব খাত
২.	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	২৪০টি	২১৮ জন	০২টি	২০১৩-২০১৭
৩.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়	১৭টি	০৫ জন	১২টি	২০০৮-২০১৭
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার বাগান ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প	২৬টি	২৫ জন	০১টি	২০১০-২০১৭
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়	১৯টি	০৬ জন	০৩টি	২০০৮-২০১৬
৬.	উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প	০৯টি	০৯ জন	-	২০১১-২০১৭
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনে মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	১৮টি	১৮ জন	-	২০১৫-২০১৮
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৩৪টি	৩৪ জন	-	২০১৫-২০২০
	মোট =	৫১৪টি	৪২৯ জন	৮৫টি	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
১.	বেতন ও ভাতাদি	৪৮,৪৮৭.০০	৪৮,৪৮৭.০০	
২.	সরবরাহ ও সেবা	১৬,৯৯৬.০০	১৬,৫৩৩.০৩	
৩.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৫,০৫০.০০	৫,০২১.৮৪	
৪.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	১৪,১৮৬.০০	১৪,১৭৫.১২	
৫.	কল্যাণ অনুদান	১,২০০.০০	১,২০০.০০	
৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩০০.০০	-	
৭.	মূলধন মঞ্জুরী	৪,৭০০.০০	১,৬৯৮.২৯	
৮.	সরকারি কর্মচারীদের ঋণ ও অগ্রিম	৬০০.০০	২৪০.০০	
	মোট=	৯১,৫১৯.০০	৮৭,৩৫৫.২৮	

উন্নয়ন খাত

ক্রম.	কোডভিত্তিক স্কিম/প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০)	৭,০০০/-	৭,০০০.০০/-
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০)	৮,৬০০/-	৮,৫৯৩.৮৫/-
	মোট=	১৫,৬০০/-	১৫,৫৯৩.৮৫/-

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ

পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৯/০৭/২০১৫	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ১ম সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-কর্ণফুলী	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	১৬/১১/২০১৫	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	১৬/০৩/২০১৬	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩য় সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড রুম	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	০৬/০৬/২০১৬	পরিচালনা বোর্ড সভা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৪র্থ সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৭/০৭/২০১৫	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কিম/প্রকল্প বাছাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-কর্ণফুলী	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মাসিক সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	২০/০৯/২০১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-কর্ণফুলী	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	১৩/১০/২০১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	১৫/১১/২০১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	১৪/০২/২০১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৫.	০৩/০৩/২০১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৬.	১৯/০৫/২০১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, যুগ্ম-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভাসমূহ

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ৯ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ 'কর্ণফুলী'তে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ম পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়

গত ১০ জুন ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প চূড়ান্তকরণ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

পরিচালনা বোর্ড সভায় সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুসারে পরিচালনা বোর্ডের মোট ১৪ জন সদস্য রয়েছে। প্রত্যেক সদস্যই বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন মর্মে তিনি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি পরিচালনা বোর্ড সভায় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্যও আহবান জানান। বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলাম জানান যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৩০ জুন ২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে কোড নং-৭০৩০ আওতায় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং কোড নং-৫০১০ আওতায় বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৯%। সভাপতি মহোদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের স্কিম/প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গৃহীত স্কিম/প্রকল্পের সাথে দ্যার্থকতা এড়িয়ে নতুন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণের

উপস্থিতি

এ সভায় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব) ছাড়াও বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব জনাব সুবিনয় ভট্টাচার্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সম্মানিত সদস্য জনাব থোয়াই হ্লা মং মারমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের পিএস জনাব মোহাম্মদ রাজীব সিদ্দিকীসহ বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ 'কর্ণফুলী'তে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২য় পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়

গত ০৯ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর'১৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সভার প্রারম্ভেই পরিচালনা বোর্ড সভার সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং তিনি বোর্ড সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সামসুল আরেফিনকে শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক নির্বাচিত হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে 'উদ্ভাবন' সংক্রান্ত একটি বিষয় রয়েছে। বোর্ড সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি যে কোনো উদ্ভাবন বিষয়ে অবদান রাখার জন্য আহবান জানান। তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কার্যক্রম মে ২০১৬ খ্রি. মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

উপস্থিতি

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সামসুজ্জামান এবং বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব) ছাড়াও বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-অর্থ জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-পরিকল্পনা জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়াসহ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নুরুল আবছার, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নবনির্মিত বোর্ড রুমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড সভার জন্য প্রস্তুতকৃত 'বোর্ড রুম' শুভ উদ্বোধন করেন জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পরিচালনা বোর্ড সভায় মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সভাপতিত্ব করেন।

আলোচ্য বিষয়

গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি'১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সভার প্রারম্ভে পরিচালনা বোর্ড সভার সভাপতি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের এসডিজি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে মর্মে সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য তিনি বোর্ড সভার সকলকে আহ্বান জানান। সভাপতি মহোদয় পরিচালনা বোর্ড সভার সম্মানিত সকল সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করার জন্যও আহ্বান জানান। সভায় বিবিধ আলোচনায় উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানে সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প নিয়ে ও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিতি

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব এবিএম নাসিরুল আলম, সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন এবং রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব সুখময় চাকমা এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প বিকাশ চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ৬ জুন ২০১৬ খ্রি. তারিখে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড রুমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৪র্থ পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন; ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মে' ১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ৫০১০ ও ৭০৩০ এর প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনের তারিখ নির্ধারণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাতওয়ারী ব্যয় ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সভাপতি মহোদয় শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত Chittagong Hill Tracts: Long Walk to Peace and Development বইটি গত ৮ মে ২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকাস্থ বেইলী রোডে "পার্বত্য কমপ্লেক্স" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বইটির মোড়কও উন্মোচন করেছেন মর্মে পরিচালনা বোর্ড সভার সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করেন। বইটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত অনেক তথ্য ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকায় তিনি সম্মানিত সদস্যগণকে বইটি পড়ার জন্যও আহ্বান জানান। তিনি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মে'১৬ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সন্তোষ প্রকাশ করে বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নতুন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণের কাজ আগামী ১৫ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে তিনি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত চারটি আবাসিক বিদ্যালয় এর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে তিনি চারটি আবাসিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। চারটি আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষাক্রমে শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্মকান্ডে সাফল্য অর্জন করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে সে লক্ষ্যে কমিটির জেনারেল ম্যানেজার (ভা.প্রা.) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১০০০ টন রাবার কষ উৎপাদন করা সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপস্থিতি

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব এবিএম নাসিরুল আলম, সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোঃ তানভীর আজম ছিদ্দিকী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব থোয়াই হ্লা মং মারমা, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরামর্শক কমিটির সভা

গত ৭ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে বেলা ৩.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-কর্ণফুলীতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি পরামর্শক কমিটি সভা সভাপতিত্ব করেন।

আলোচ্য বিষয়

গত ১৫/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ৭০৩০) এর নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

পার্বত্য অঞ্চলে অবহেলিত এলাকা চিহ্নিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নতুন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণ করা হবে মর্মে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এমন স্কিম/প্রকল্প যাতে গ্রহণ করা যায় সেইসব স্কিম/প্রকল্পের সুপারিশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা জন্য তিনি পরামর্শক কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উপস্থিতি

সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-অর্থ জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, সদস্য-পরিকল্পনা জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভার সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়, মং সার্কেল চীফ রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী, মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ম্রাগ্য মারমা, কাউখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এস.এম. চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলার গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি উপজেলা খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা ১১৯নং ভার্য্যাতলী মৌজা হেডম্যান জনাব থোয়াই অং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা ২৪২নং পুজজগাং মৌজা হেডম্যান জনাব সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি জেলা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাদল চন্দ্র দে, খাগড়াছড়ি জেলা সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য জনাব ভূবন মোহন ত্রিপুরাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৬ এ অংশগ্রহণ

গত ২১-২৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখে তিন দিনব্যাপী জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৬ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি দল অংশগ্রহণ করে। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা অফিস প্রাঙ্গনে এ মেলাটি আয়োজন করা হয়। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৬ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ই-সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তির আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ করে দাখিল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত গত ৪ দশকে যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা, বাগান সৃজন ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত আইসিটি প্রকল্পের আওতায় আইসিটি বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তায় চাকমা, মারমা,ত্রিপুরা, ম্রো ও বম এ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীর নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু প্রস্তুতকৃত অডিও-ভিজ্যুয়াল সফ্টওয়্যারসমূহ মেলায় প্রদর্শন করা হয়। চাকমা, মারমা,ত্রিপুরা, ম্রো ও বম এ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় প্রস্তুতকৃত মীনা কার্টুনও মেলায় প্রদর্শন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়াইফাই জোন ও লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের ওয়াইফাই জোন ও লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়। লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক এর জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটারের লেন কানেকশন দেয়া হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের পুরো প্রাঙ্গণে ওয়াইফাই জোন স্থাপন করা হয়েছে। বিটিসিএল রাঙ্গামাটি হতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার লাইনের মাধ্যমে ২০ এমবিপিএস ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থা সক্রিয় রাখতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সার্ভার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই সার্ভার স্টেশন শুভ উদ্বোধন করেন। এসব উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে যোগাযোগ করা অনেক সহজতর হয়েছে।

আইসিটিভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি কক্ষে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২টি ব্যাচে দুই সপ্তাহব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে অভ্র বাংলা সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে নিকশ ফন্ট ব্যবহার করে বাংলা টাইপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায় সে বিষয়ে এ প্রশিক্ষণে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য মেলা ২০১৫ এ অংশগ্রহণ

পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্টল পরিদর্শন করছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এম.পি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় স্টলে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ঢাকা বেইলী রোডস্থ পার্বত্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক "আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫" উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী পার্বত্য মেলা আয়োজন করা হয়। তিন দিনব্যাপী এ পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫ এ প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Promoting Mountain Products'। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের জুমের বিন্নী চাল, জুমের ওল কচু, খাগড়াছড়ির বিখ্যাত হলুদ, আদা, সাজেকের কমলা, রাঙ্গামাটির স্পেশ্যাল কাজু বাদাম, কলা ইত্যাদি পণ্য মেলায় প্রদর্শন করা হয়েছে। এসব পণ্যসমূহ মেলায় আগত রাজধানীবাসীদেরকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের মেলা ঢাকায় আয়োজন করায় ক্রেতা-দর্শনার্থীগণ দারুণ আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছেন। পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত প্রায় পঞ্চাশটির অধিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্টলে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী। বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ কয়েকজন কর্মচারীও মেলায় উপস্থাপিত পণ্য প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা ছিল স্টাফ বাস পাওয়া। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা কালীন তাঁর নিকট বোর্ডের কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে স্টাফ বাস সংগ্রহের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছিল। কর্মচারীদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। স্টাফ বাস ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াগত কারণে কিছুদিন বিলম্বিত হলেও অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি'র হাতে গত ১৪ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে বোর্ডের স্টাফ বাসের চাবি তুলে দেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড রুম উদ্বোধন

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি: তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরের নবনির্মিত বোর্ড রুম শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় তাঁর সাথে বোর্ড সভা সম্মানিত সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে বোর্ড সভাসমূহ বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ "কর্ণফুলীতে" অনুষ্ঠিত হত। বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এর নির্দেশনায় এ বোর্ড রুমটি নির্মাণ করা হয়। ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৩য় বোর্ড সভা নবনির্মিত এই বোর্ড রুমে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। শুধু বোর্ড সভার জন্য বোর্ড রুমটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চূড়ান্ত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ এ বোর্ড সভা মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বোর্ডের মাননীয় চেয়াম্যানসহ ১৪ জন।

Mizoram Legislative Assembly প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময়

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখে Committee on Public Undertaking-Mizoram Legislative Assembly এর সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ (ঐ দিন ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনরত) জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য-পরিকল্পনা জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মংছেনলাইন রাখাইন। তারপর প্রতিনিধি দলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। সৌজন্য সাক্ষাতে প্রতিনিধি দলটি বরকল উপজেলা ঠেগামুখ স্থলবন্দর চালু এবং আন্তঃদেশীয় রাস্তা নির্মাণে দুই সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সম্মানিত সকল সদস্যকে অবহিত করেন। দুই দেশের সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম। Committee on Public Undertaking-Mizoram Legislative Assembly এর চেয়ারম্যান জনাব নিহার কান্তি চাকমা এমএলএ, জনাব জে এইচ রোথুয়ানা এমএলএ, জনাব পি সি জোরাম সাংলিয়ানা এমএলএ, জনাব জন সিয়ামকুঙ্গা এমএলএ, ডা. কে বিইচুয়া এমএলএ, প্রকৌশলী জনাব লালরিনাওমা এমএলএ এবং Mizoram Legislative Assembly এর জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব এইচ লালরিনাওমা উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সহকারী হাই কমিশনার সোমনাথ হালদার এবং এই কমিশনের কর্মকর্তা জনাব রাশু কান্তি রক্ষিত এ দলের সাথে ছিলেন।

আইসিটি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর মিলনায়তন "মাইনী" কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষিত বেকার যুব-যুবমহিলাদের চার মাসব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। তিনি এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে আইসিটি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটি ভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্পটি অন্যতম একটা প্রকল্প। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত এবং উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত আইটিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ত্রিমাত্রিক, এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জন যুব-যুবমহিলাকে চার মাসব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং ৩০০ জনের মধ্যে বাছাইকৃত ১০০ জন যুব-যুবমহিলাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এ প্রকল্পে ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রধান অতিথি বলেন প্রকল্পটি যদি সফল হয় তাহলে বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হবে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্তজ্ঞান ঠিকমত কাজে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেন এবং স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।

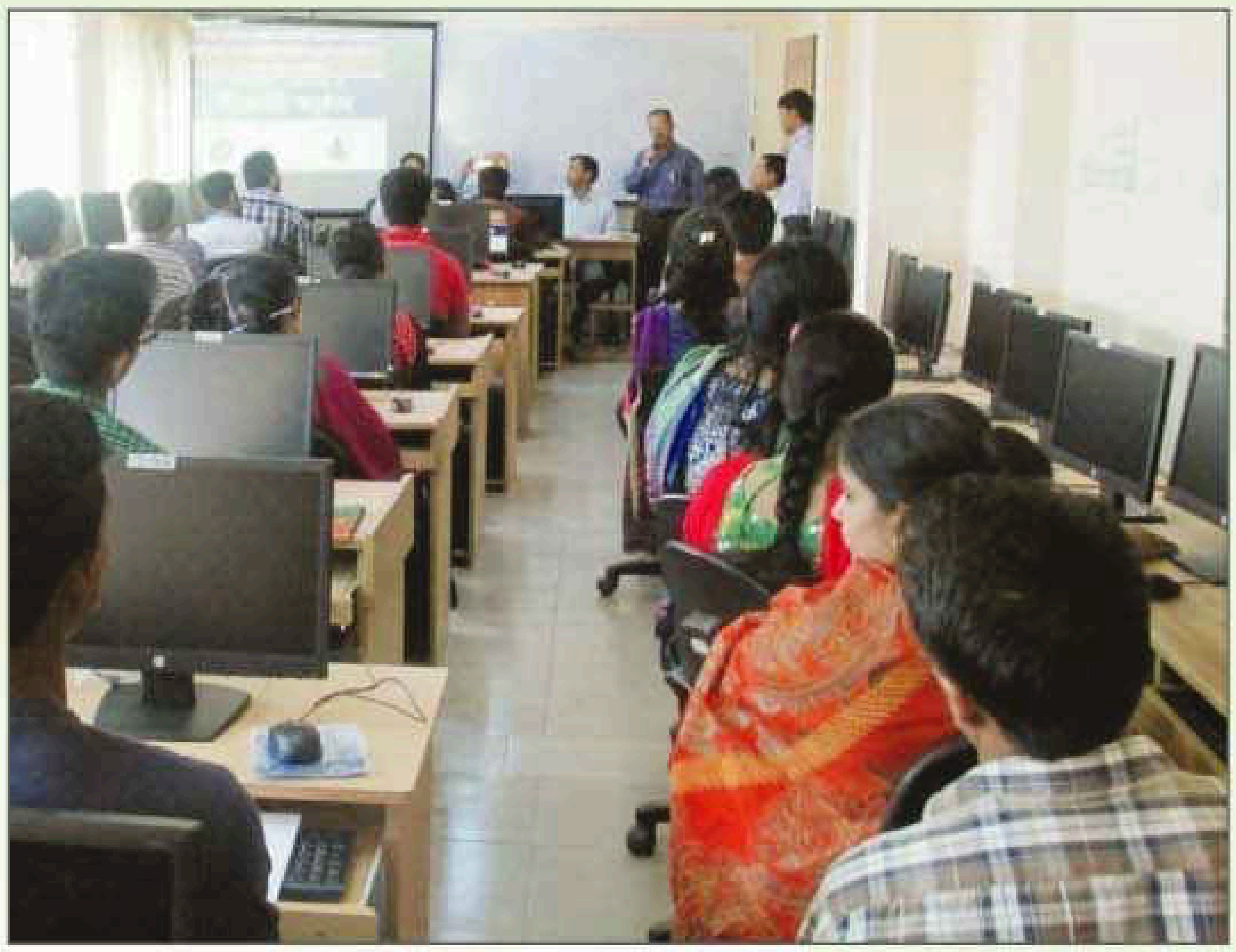

অনুষ্ঠানে সভাপতি জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব) বলেন, এ এলাকার মানুষের উন্নয়ন করা হচ্ছে বর্তমান সরকারের স্বপ্ন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নির্ভয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জন্য আহবান জনান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম, এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (উপ-সচিব), ত্রিমাত্রিক এর প্রধান নির্বাহী জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

স্বাধীনতার পর পার্বত্যবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি উপজাতীয় নেতা চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি উপজাতীয়দের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে রাঙ্গামাটি সফরকালে বঙ্গবন্ধু উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর

পক্ষে তৎকালীন ভূমি সংস্কার, বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ খ্রি. তারিখের নোটিফিকেশন মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ৭৭নং অধ্যাদেশ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

১৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ইতিহাসের প্রথমবারে মত ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়ের বলিষ্ঠ নির্দেশনায়, বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এর গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহের মধ্যে ছিল:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সাংবাদিকবৃন্দের সাথে প্রেস কনফারেন্স।
- দুটি ইংরেজি পত্রিকাসহ ৮টি জাতীয় পত্রিকা এবং চারটি স্থানীয় পত্রিকায় পূর্ণ পৃষ্ঠায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ।
- রাঙ্গামাটি সদরের নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণ হতে পৌরসভা পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালী আয়োজন।
- কাপ্তাই সুইডিস পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট হতে আসামবস্তী ব্রিজ পর্যন্ত মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা আয়োজন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণ হতে ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বেলুন ও পায়রা উড্ডয়ন।
- ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা
- ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা
- ৪ দশকের স্মরণিকা প্রকাশ
- মধ্যাহ্নভোজ
- সন্ধ্যাকালীন আতস বাজি এবং ফানুস উড্ডয়ন
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, এমপি; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মহিলা সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনু; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বৃষ কেতু চাকমা; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কংজরী চৌধুরী ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড এর বিগ্রেড কমান্ডার বি এ ২৬৫৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মোঃ সানাউল হক। ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

গণশুনানী

১ ২৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রি. তারিখে বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম সচিব) এর সভাপতিত্বে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজক কলেজ মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর উদ্যোগে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-অর্থ,সদস্য-প্রশাসন,সদস্য-পরিকল্পনা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচকবৃন্দের আলোচনার ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান যে, বর্তমানে সরকার প্রান্তিক এলাকার উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এবং বাঘাইছড়ির প্রত্যন্ত এলাকা শিজক-এ গণশুনানীর আয়োজন করেছে। বিভিন্ন বক্তার আলোচনার শুরুর আগে সভাপতি মহোদয় জানান যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক প্রকল্প সীমিত রেখে শিক্ষা, যাতায়াত, স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন ও কৃষি বিষয়ক প্রকল্প অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলী, খেদামারা ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ তথা সমগ্র উপজেলায় শিক্ষা, যাতায়াত, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের তিনি অনুরোধ জানান।

তিনি আরও জানান যে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ গণশুনানীকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। এরূপ গণশুনানীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সফলভাবে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনসাধারণের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অবস্থান ও কার্যক্রম তুলে ধরতে পেরেছে।

তিনি উপস্থিত সকলকে কোন প্রকল্প যেন দুই বা ততোধিক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ না করা হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখার এবং এ এলাকার অগ্রাধিকার খাত ও প্রকল্প চিহ্নিত করণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জানিয়ে এবং সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২ ২৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন মরাচেংগী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর উদ্যোগে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন ও সদস্য-পরিকল্পনা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, লক্ষ্মীছড়ি নির্বাহী অফিসার ও বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম সচিব) মহোদয় সভায় সকলের বক্তব্য অন্তরে ধারণ করেন মর্মে সভায় জানান এবং তিনি লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার শিক্ষা, যাতায়াত, কৃষি ও সেচ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো সর্ম্পকে পূর্ব থেকেই অবহিত রয়েছেন মর্মে জানান। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অগ্রাধিকারের ক্রমনির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের নাম জমা দানে অনুরোধ জানান। তিনি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল সরবরাহকরণ কালে লক্ষ্মীছড়িকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে মর্মে জানান। তিনি লক্ষ্মীছড়ি কলেজকে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রদানের তাৎক্ষণিক ঘোষণা প্রদান করেন এবং গণশুনানীতে উপস্থিতির জন্য অধ্যক্ষ, শিক্ষক, সাংবাদিক, কার্বারী, হেডম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সুপারজ্যোতি চাকমাসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু মুর‌্যাল উদ্বোধন

গত ৬ জুন ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুর‌্যাল শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করা হয়। জাতির জনকের স্বপ্নের উন্নয়ন বোর্ডের তাঁর মুর‌্যাল স্থাপনের মাধ্যমে আমরা তাঁকে আজীবন স্মরণ করবো বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বম সম্প্রদায়ের এক শিল্পী জিং মুন লিয়াম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুর‌্যালটি নির্মাণ করেন। উদ্বোধনকালীন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (যুগ্ম-সচিব) জনাব এবিএম নাসিরুল আলম, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এস এম জাকির হোসেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার তবলছড়ি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ডা. এ.কে. দেওয়ান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব চিংকিউ রোয়াজাসহ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি ২০১৫-১৬ প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়নরত মোট ১,২৮১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য নির্বাচিত করেছে। তন্মধ্যে প্রতি জেলায় কলেজ পর্যায়ে ২২২ জন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২০৫ জনসহ মোট ৪২৭ জন করে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ১,২৮১ ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের এ শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তিপ্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষা সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক ব্যয় কিছুটা হলেও নির্বাহ করতে সমর্থ হবে। এছাড়াও বৃত্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবং অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শিক্ষাবৃত্তির আবেদন সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে গ্রহণ এবং নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তির অর্থ তাদের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাস্তবধর্মী সুশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের আলোকিত প্রজন্ম সৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলার কোড নং ৭০৩০ এবং কোড নং ৫০১০ আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিম/প্রকল্পের বিবরণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	সেক্টরঃ কৃষি				
	ক. চলমান				
১.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ২নং রাইখালী ইউনিয়নের ৭নং-ওয়ার্ডে শুটন্ন তঞ্চগ্যার জমির উপর মৎস্য ও কৃষি কাজের জন্য বাঁধ নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২.	জুরাছড়ি উপজেলার ৩নং মৈদং ইউনিয়নে বারাবান্যা এলাকায় আর সি সি পাকা সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টরঃ যাতায়াত				
৩.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড কাপ্তাই চন্দ্রঘোনা মেইন সড়ক হতে পান্না তংঞ্চগ্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৪.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড ধর্মজয় তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ী হইতে কৃষ্ণ তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৫.	লংগদু তিনটিলা পাড়া পাহাড়ী ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৬.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের মহাজন পাড়া হতে পারুল কান্তি-সাধন বাড়ী হয়ে আনন্দ বাড়ী পর্যন্ত ধারক দেওয়াল, ড্রেইন ও এইচবিবিকরণ কাজ।	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৭.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন পূর্ব ট্রাইবেল আদামের শেষ প্রান্তে এপ্রোচ রোডসহ সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৩.৭৫	সমাপ্ত
৮.	লংগদু উপজেলাধীন উল্টাছড়ি চন্ডিচরণ বাড়ী হতে রবিন্দ্র লাল কার্ব্বরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৯.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নে ছড়ার পাশ্বে আর সি সি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
১০.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বনবিহার সংলগ্ন বিহাপুর পাড়াটিতে ৫০ মিটার দৈর্ঘ্য নারিকেল বাগান ও বিহারপুর সংযোগ ব্রীজ ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৫.০০	সমাপ্ত
১১.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন চাকমা সার্কেল চীফ এর কার্যালয় ও বাসভবনে যাতায়াতের সুবিধার্থে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১২.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের কিল্ল্যামূড়া বাংগালী পাড়া হতে মরিচ্যা বিল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
১৩.	রাঙ্গামাটি জেলা সদরে কলেজ গেইট মন্ত্রী পাড়ায় আর সি সি ওয়াল, ড্রেইন ও পাকা রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৩.৭৫	সমাপ্ত
১৪.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া-কাউখালী সড়কের জুনুমাছড়া হতে রাজখালী পাড়া পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার্থে ৩.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-শিক্ষা				
	ক. চলমান				
১৫.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কাঁঠালতলীসহ রসুলপুরের এবাদত খানা-কাম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
১৬.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কুতুবছড়ি বি,এম, কেজি স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০ সং-২৩.০০	২০.০০ সং-২৩.০০	সমাপ্ত
১৭.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নের চোংড়াছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
১৮.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, বিজ্ঞানাগার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৩০.০০	৩০.০০	সমাপ্ত
১৯.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউপি, শিজক দোসর বাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২০.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২১.	কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	১৯.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
২২.	রাঙ্গামাটি শিশু নিকেতনের ভবন সম্প্রসারণ	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
২৩.	বরকল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সংস্কার	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-ক্রীড়া ও সংস্কৃতি				
	ক. চলমান				
২৪.	কাউখালী উপজেলায় ক্রীড়া ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০ সং-১১.৫০	১০.০০ সং-১১.৫০	সমাপ্ত
২৫.	রাংগামাটি সদর উপজেলাধীন শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৫০.০০ সং-৫৭.৫০	৫০.০০ সং-৫৭.৫০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
২৬.	রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ক্রীড়াবিদদের আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
২৭.	রাঙ্গামাটি সদরে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভবন সংস্কার	২০১৪-২০১৬	৫.০০ সং-৫.৭৪	৫.০০ সং-৫.৭৪	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
২৮.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন থাডার শিল্পী গোষ্ঠীদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-সমাজকল্যাণ				
	ক. চলমান				
২৯.	রাঙ্গামাটিতে ১নং ওয়ার্ডে পুরাতন জালিয়া পাড়ায় মন্দির নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৩০.	রাজস্থলী উপজেলাধীন জ্যোতিশ্বর বেদান্ত মঠ ও মিশনের ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৩১.	বাঘাইছড়ি উত্তর সারোয়াতলী জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০ সং-২৩.০০	২০.০০ সং-২৩.০০	সমাপ্ত
৩২.	কাপ্তাই লেমুছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০ সং-১৭.১৭	১৫.০০ সং-১৭.১৭	সমাপ্ত
৩৩.	কলাবুনিয়া জামে মসজিদের ড্রেইনসহ সীমানা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৩৪.	রাঙ্গামাটি সদরে তবলছড়িস্থ আনন্দ বিহারের বহুমুখী হলটির ২য় তলা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৩৫.	সিএইচটিনিউজ২৪ডটকম এর অফিস ভবন নির্মাণ এবং কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৩৬.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তি এলাকার শ্রী শ্রী কৈবল্যকুঞ্জ (রাম ঠাকুর আশ্রম) মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৩৭.	রাঙ্গমাটি সদর উপজেলাধীন ডিজিএফআই কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৩৮.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কাঁঠালতলীস্থ বিএফডিসি (ফিসারী) মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৩৯.	সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৪০.	বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে শিজক ব্রীজের পার্শ্বে যাত্রী ছাউনীসহ পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৪১.	বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা দক্ষিণ পাড়া জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহারেরর দ্বিতল ভবন নির্মাণকরণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৪২.	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাংগালহালিয়া ডাকবাংলো পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (২য় পর্যায়)	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৪৩.	রাজস্থলী উপজেলা সদরের শ্রী শ্রী হরি মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	৭.০০	৭.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৪৪.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন উত্তর কালিন্দীপুরস্থ নতুন পাড়াবাসীদের জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	২০১৫-২০১৭	১.৫০	১.৫০	সমাপ্ত
৪৫.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি জনবল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৪৬.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ওয়াগ্গা সাপছড়ি বৌদ্ধ বিহারের সম্প্রসারণ	২০১৫-২০১৭	৮.০০	৮.০০	সমাপ্ত
৪৭.	রাইখালী ইউনিয়নের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৪৮.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া বাজার শ্রী শ্রী হরি মন্দির নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-ভৌত অবকাঠামো				
	ক. চলমান				
৪৯.	বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের হলরুম এবং ভেদভেদীস্থ আই/বি ভবনে আসবাবপত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ	২০১৪-২০১৬	১৭.৮৪ সং-২০.৫২	১৭.৮৪ সং-২০.৫২	সমাপ্ত
৫০.	বোর্ডের কালিন্দীপুরস্থ স্টাফ ডরমেটরী উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৫১.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কাইন্দারমুখ এলাকায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৫২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কোর্ট বিল্ডিংস্থ রেস্ট হাউসের উন্নয়ন	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৫৩.	রাঙ্গামাটিতে পুরাতন জেলে পাড়া হ্রদের ভাঙ্গন রক্ষার্থে নির্মিত ধারক দেওয়াল কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০ সং-২৩.০০	২০.০০ সং-২৩.০০	সমাপ্ত
৫৪.	রাঙ্গামাটি জেলার ঐতিহ্যবাহী পুরাতন পুলিশ অফিস কমপ্লেক্স (বর্তমান পলওয়েল পার্ক) এর সৌন্দর্য বর্ধন	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৫৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন সংস্কার	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৫৬.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পাড়ায় আর সি সি সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৫৭.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম কেয়াংয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৫৮.	কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নের মতিপাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৫৯.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন ফকিরাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৬০.	রাঙ্গামাটি পর্যটন কমপ্লেক্সে পুলিশের গার্ড সেড নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১২.০০	১২.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৬১.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভেদভেদীস্থ জুনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টার সংস্কার	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৬২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রোলার ও ড্রেজার রাখার জন্য ভেদভেদীস্থ জুনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টারের পাশে শেড নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৫.০০ সং: ৫.৭৫	৫.০০ সং: ৫.৭৫	সমাপ্ত
৬৩.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন গীতাশ্রম কলোনী এলাকার ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৬৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাঁঠালতলী ও কালিন্দীপুর আবাসিক এলাকায় প্রতিরোধক দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৬৫.	ভেদভেদীস্থ হিল আনসার ব্যারাক মেরামত ও নবায়নসহ রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৬৬.	ঘাগড়া কলেজের ভাঙ্গন রোধে ধারক দেওয়াল নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
		মোট=	১,২১৫.৬৮	১,২০৯.১৮	

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং ৫০১০ আওতায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিরবণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	কার্যকাল	পিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	সেক্টর-যাতায়াত				
১.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তী হতে ব্রাহ্মা পাড়া পর্যন্ত পিসি গার্ডার ফুট ব্রিজ নির্মাণ	২০১১-২০১৮	৯৫০.০০	৯৫০.০০	সমাপ্ত
২.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়িতে দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আর সি সি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ	২০১১-২০১৮	৩৬০.০০	৩৬০.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-শিক্ষা				
৩.	রাঙ্গামাটিতে রাণী দয়াময়ী হাইস্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ	২০০৯-২০১৭	৫২৫.০০	৫২৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-সমাজকল্যাণ				
৪.	কাউখালী উপজেলা সদরে অডিটরিয়াম নির্মাণ	২০১১-২০১৬	১০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৫.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ	২০০৯-২০১৬	৮০.০০	৮০.০০	সমাপ্ত
৬.	ঘাগড়া মসজিদ উন্নয়ন	২০১১-২০১৮	৬০.০০	৬০.০০	সমাপ্ত

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	সেক্টর: যাতায়াত				
	ক. চলমান				
১.	বলিপাড়া থানচি সড়ক হতে নিয়ংক্ষ্যংপাড়া রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২০.৪০	১৯.৯২	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
২.	বান্দরবান সদর উপজেলার ধুংখি অং পাড়া যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৭.০০	৭.০০	সমাপ্ত
৩.	থানচি উপজেলার মেইন সড়ক হতে মনাইপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৩৫.০০	৩৪.৯৯	সমাপ্ত
৪.	লামা উপজেলার গিয়াস উদ্দিন মৌলভীর বাড়ি হতে ছোবহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৪.৯৯	সমাপ্ত
	সেক্টর: যাতায়াত				
	ক. চলমান				
৫.	বান্দরবান সদর উপজেলার বাঘমারা জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.২৪	২৫.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৬.	বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান পুলিশ লাইন স্কুলের ভবন সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৫-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৭.	বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুপাড়া সাধুমা বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৮.৫০	২৮.৪৬	সমাপ্ত
৮.	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের মেওয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৬.১৩	২৬.১২	সমাপ্ত
৯.	বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা বাজার জামে মসজিদ সম্প্রসারণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৪	সমাপ্ত
১০.	বান্দরবান সদরের সুয়ালক ইউনিয়নের নোয়াপাড়া (চিম্বুক সড়কের পার্শ্বে) যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৮.১০	৮.০৯	সমাপ্ত
১১.	৭নং রাবার বাগান বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২২.০০	২১.৯৮	সমাপ্ত
১২.	রোয়াংছড়ি বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘর নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৪০.২৫	৪০.১৩	সমাপ্ত
১৩.	রুমা বটতলীপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর ও চেরাংঘর নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২২.০০	২০.৮৯	সমাপ্ত
১৪.	রুমা উপজেলার দি ইয়ং বম এসোশিয়েশনের ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৩.৩৮	২৩.৩৫	সমাপ্ত
১৫.	চক্ষু হাসপাতালের ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৬	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	খ. নতুন				
১৬.	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ	২০১৫-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
১৭.	রুমা উপজেলার বেথেল পাড়া যুবসমাজের জন্য মাল্টিমিড়িয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ	২০১৫-২০১৬	৪.০০	৪.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর-ভৌত অবকাঠামো				
	ক. চলমান				
১৮.	রুমা আবাসিক বিদ্যালয়ের বালিকা হোষ্টেলের পার্শ্বে শিক্ষকের রুম নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১২.০০	১১.৪০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
১৯.	বান্দরবান সদর উপজেলার সিনিয়র পাড়া বৌদ্ধ বিহারে টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
২০.	বান্দরবান সদর উপজেলার ছিদ্দিক নগর বনরূপা পাড়ার মসজিদের পাশে আরসিসি ড্রেন কাম রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৬.০০	৫.৯৯	সমাপ্ত
২১.	বান্দরবান সদর উপজেলার রোয়াংছড়ি বাস স্টেশন পাড়ায় আরসিসি প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	২০.০০	১৯.৯৮	সমাপ্ত
২২.	বান্দরবান সদর উপজেলার ০৯নং রাবার বাগান এলাকায় বৌদ্ধ বিহারে টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
২৩.	বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা-বাঘমারা সড়ক হতে উজি ভিতরপাড়া বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা, সিঁড়ি ও বিহারের টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
২৪.	বান্দরবান সদর উপজেলার গোয়ালিয়াখোলা নদীর ঘাটে নামার জন্য সিঁড়ি সংস্কার	২০১৫-২০১৬	৬.০০	৬.০০	সমাপ্ত
২৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের হিলটপ রেষ্ট হাউজে জেনারেটর স্থাপন	২০১৫-২০১৬	১৮.০০	১৮.০০	সমাপ্ত
২৬.	বান্দরবান সেনানিবাস এলাকায় কার্পেটিং-এর কাজ	২০১৫-২০১৬	৬.০০	৬.০০	সমাপ্ত
২৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবানের জন্য ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, লেপটপ, কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২০১৫-২০১৬	৬.০০	৬.০০	সমাপ্ত
২৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবানের হাফেজঘোনাস্থ জুনিয়র অফিসার্স কোয়াটারে সেপটি ট্যাংক, স্যানিটারী ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০১৫-২০১৬	৪.০০	৪.০০	সমাপ্ত
২৯.	বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের চড়ুইপাড়া হতে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত উঠার সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	১২.০০	১২.০০	সমাপ্ত
৩০.	বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান সদরে জজের রেস্ট হাউজ নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৩১.	বান্দরবান সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে আই.পি.এস এর ব্যাটারী, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং আনুষঙ্গিক কাজ	২০১৫-২০১৬	১.৫০	১.৫০	সমাপ্ত
৩২.	থানচি উপজেলার তিন্দু মৌজার ফোসাউ কার্বারী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে সোলার প্যানেল স্থাপন	২০১৫-২০১৬	১.৫০	১.৫০	সমাপ্ত
৩৩.	থানচি উপজেলার হেডম্যানপাড়া বৌদ্ধ বিহারে উঠার সিঁড়ি ও ফ্লোরে টাইলস স্থাপন	২০১৫-২০১৬	১০.৫০	১০.৫০	সমাপ্ত
৩৪.	রুমা উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়ার সম্মুখে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৩৫.	রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়ায় উঠার পাকা সিঁড়ি মেরামতকরণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৩৬.	রোয়াংছড়ি উপজেলার ছাংও পাড়া বৌদ্ধ বিহারে দুইটি টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
৩৭.	রোয়াংছড়ি উপজেলার মাসমুই পাড়া বৌদ্ধ বিহারে দুইটি টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
		মোট=	৫১৫.০০	৫১২.১৪	

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং ৫০১০ আওতায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিরবণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	কার্যকাল	পিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	সেক্টর–যাতায়াত				
১.	ঈদগড় হতে ক্যাঙ্গারবিল যাওয়ার পথে বটতলা ঝিড়ির ছড়ায় আর.সি.সি ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ (৭.৫০ কি.মি.)	২০০৯-২০১৬	৫১০.০০	৫০৯.৮৭	সমাপ্ত
২.	ছাউপাড়া হয়ে গলা ছিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কি.মি.)	২০০৯-২০১৬	২৮৮.০০	২৮৭.৬২	সমাপ্ত
৩.	বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের চেমীর মূখ খালের উপর ৫০.০০ মিটার দীর্ঘ আর.সি.সি ব্রীজ নির্মাণ	২০১০-২০১৬	৩২০.০০	৩২০.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর–সমাজকল্যাণ				
৪.	বান্দরবান কেন্দ্রীয় বাস স্টেশন পুনঃনির্মাণ	২০১১-২০১৬	১৫০.০০	১৫০.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর–কৃষি				
৫.	কুহালং ইউনিয়নে সেচনালা নির্মাণ ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ	২০১২-২০১৬	১৫০.০০	১৫০.০০	সমাপ্ত
		মোট=	১,৪১৮.০০	১,৪১৭.৪৯	

■ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	সেক্টর–কৃষি				
	ক. চলমান				
১.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার লারমা স্কোয়ার গ্রামের সুকোমল ত্রিপুরার বসত বাড়ী উত্তর দক্ষিণ সংলগ্ন নাশী পাকাকরণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৩-২০১৬	১৫.১৫ সং-১৬.৪০	১৬.৩৯	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
২.	মহালছড়ি উপজেলায় মুবাছড়ি ইউনিয়নে রুইথি কার্বারী জমির উপর ২০০ (দুইশত ফুট) দীর্ঘ একটি কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৫-২০১৬	৪.০০	৪.০০	সমাপ্ত
	ক. চলমান				
৩.	দীঘিনালা উপজেলাধীন হাচিনসনপুর তারাবুনিয়া হতে ঢুলুছড়ি পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় সাইট ড্রেইন, ক্রস ড্রেইন নির্মাণকরণ (চেইঃ ০.০০ কি.মি.–০৩.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯২	সমাপ্ত
৪.	দীঘিনালা উপজেলাধীন দীঘিনালা মেরুং সওজ রাস্তা হতে ময়মনসিংহ পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং, সাইট ড্রেইন ও টো-ওয়ালসহ মাটিকাটা ও মাটিভরাট	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৩	সমাপ্ত
৫.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবাগান আমিনী মসজিদ হতে হরিনাথ পাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় মাটিকাটা ও মাটিভরাটকরণ (চেইঃ ০২.০০ কি.মি.– ০৩.৫০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৬.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবাগান আমিনী মসজিদ হতে হরিনাথ পাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণ (চেইঃ ০১.০৮ কি.মি.– ০১.৬২ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৪	সমাপ্ত
৭.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবাগান আমিনী মসজিদ হতে হরিনাথ পাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণ (চেইঃ ০১.৬২ কি.মি.– ০২.১৬ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯২	সমাপ্ত
৮.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবাগান আমিনী মসজিদ হতে হরিনাথ পাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণ (চেইঃ ০২.১৬ কি.মি. – ০২.৭০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৩	সমাপ্ত
৯.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবাগান আমিনী মসজিদ হতে হরিনাথ পাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণ (চেইঃ ০২.৭০ কি.মি. – ০৩.২৮ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৬৭	সমাপ্ত
১০.	খাগড়াছড়ি হাদুকপাড়া রাস্তার অসমাপ্ত (কার্পেটিং) কাজ সমাপ্তকরণসহ প্রতিরোধকমূলক কাজ	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯২	সমাপ্ত
১১.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টসহ টো-ওয়াল নির্মাণ (চেইঃ ০.০০ কি.মি.–০১.০০ কিঃমি)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯২	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১২.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টসহ টো-ওয়াল নির্মাণ (চেইঃ ০১.০০ কি.মি.–০২.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৮৯	সমাপ্ত
১৩.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টসহ টো-ওয়াল নির্মাণ (চেইঃ ০৮.০০ কি.মি.–০৯.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৩	সমাপ্ত
১৪.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় সাইট ড্রেইন ও ক্রস ড্রেইন নির্মাণকরণ (চেইঃ ০.০০ কি.মি.–০৪.৫০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৩	সমাপ্ত
১৫.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় সাইট ড্রেইন ও ক্রস ড্রেইন নির্মাণকরণ (চেইঃ ০৪.৫০ কি.মি.–০৯.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯২	সমাপ্ত
১৬.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় মাটিকাটা ও মাটি ভরাটকরণ (চেইঃ ০.০০ কি.মি.-০৩.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯১	সমাপ্ত
১৭.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় মাটিকাটা ও মাটি ভরাটকরণ (চেইঃ ০৩.০০ কি.মি.–০৬.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৮০	সমাপ্ত
১৮.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন এয়াতলং পাড়া হতে ওসমান পল্লী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তায় মাটিকাটা ও মাটি ভরাটকরণ (চেইঃ ০৬.০০ কি.মি.–০৯.০০ কি.মি.)	২০১১-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯০	সমাপ্ত
১৯.	হাচিনসনপুর পাকা সড়ক হইতে মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ী হয়ে সেনানিবাসের সলিং রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক পেভমেন্টসহ কালভার্ট নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২০.	মাটিরাংগা উপজেলার যামিনী পাড়া বিডিআর হেডকোয়ার্টার হতে কুলুপ্রু বৈদ্য পাড়া পর্যন্ত ১ কি.মি. রাস্তার ড্রেসিংসহ ব্রীক সলিংকরণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০ সং ২৮.৭৫	২৮.৭১	সমাপ্ত
২১.	হাচিনসনপুর গ্রামের ব্রীকসলিং রাস্তা হতে মাইনী নদী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি. রাস্তা ব্রীকসলিংকরণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৯	সমাপ্ত
২২.	কবাখালী ইউনিয়নের তারাবুনিয়া ব্রীক সলিং রাস্তা মাথা হতে তাবাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ব্রীক পেভমেন্টকরণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২৩.	তারাবুনিয়া খালকুল পাড়া যাওয়ার রাস্তায় পুরাতন তারাবুনিয়া ছড়ার উপর কালভার্ট নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৯	সমাপ্ত
২৪.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের থানা চন্দ্র পাড়া হতে যাদুরাম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৯	সমাপ্ত
২৫.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ফুট বিল রাস্তা নির্মাণ	২০১৩-২০১৬	২০.০০	১৯.৯৯	সমাপ্ত
২৬.	খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা হতে ৪ মাইল দেবেন্দ্র মোহন তৈবাকালাই পাড়া যাওয়ার রাস্তায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৯	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
২৭.	গীর্জা রোড উন্নয়নের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
২৮.	খাগড়াছড়িস্থ কমলছড়ি মুখগ্রামের অভ্যন্তরে রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০ সং ২২.৯৪	২২.৯৪	সমাপ্ত
২৯.	খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়ক হতে কিরন ত্রিপুরা বাড়ী-জগনন্দা মন্দির-ড্রেইরী ফার্মের শেষ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৩০.	শালবন মুসলিম পিসির গ্যাপে রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৩১.	পূর্ব মোহাম্মদপুর নাজিম সাহেবের নার্সারী সংলগ্ন যাতায়াতের রাস্তায় বক্সকালভার্ট নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০	৯.৯৯	সমাপ্ত
৩২.	রামগড়স্থ বৈদ্য পাড়া হতে বালতি বৈদ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৩০.০০	৩০.০০	সমাপ্ত
৩৩.	রামগড় যৌথ খামার হতে কালাডেবা পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৩৪.	পানছড়ি উপজেলাধীন লতিবান ইউনিয়নের মুখ পাড়া হতে মধ্যমপাড়া প্রতিপদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.১৯	১৫.১৯	সমাপ্ত
৩৫.	বাইল্যাছড়ি ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৩৬.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তৈকর্মা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ত্রিপুরা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৩৭.	খাগড়াছড়ি সদরে নারানখাইয়া পাড়ায় যাতায়াতের রাস্তায় আরসিসি বক্সকালভার্টসহ টো-ওয়াল নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৩৮.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গোমতী ইউনিয়নের সিঁড়ি বিকাশ ত্রিপুরার বাড়ী হতে লাম্বাছড়া পর্যন্ত মাটিকাটা ও মাটিভরাট কাজ (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ২.৫০ কি.মি.)	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৪.৯৭	সমাপ্ত
৩৯.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গোমতী ইউনিয়নের সিঁড়ি বিকাশ ত্রিপুরার বাড়ী হতে লাম্বাছড়া পর্যন্ত মাটিকাটা ও মাটিভরাট কাজ (চেইনেজ-২.৫০ কি.মি. হতে ৫.০০ কি.মি.)	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৪.৯৭	সমাপ্ত
৪০.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন তেতুল তলা এলাকায় বক্সকালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৪.৯৯	সমাপ্ত
৪১.	মানিকছড়ি উপজেলাধীন পূর্ব তিনটহরী পাড়া দোগ্য কার্বারী পাড়া হয়ে ছলাপ্রু কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত কালভার্টসহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৪-২০১৬	৪৫.০০	৪৪.৯৮	সমাপ্ত
৪২.	তৈকর্মা সওজ রাস্তা হতে ত্রিপুরা পাড়া যাওয়ার রাস্তায় দুই ব্যান্ড বক্সকালভার্ট নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৩০.০০ সং-৩৪.২৫	৩৪.২৫	সমাপ্ত
৪৩.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের ঝর্ণাটিলা বিজিবি ক্যাম্প হতে কাতালমনি পাড়া হয়ে ভাইবোনছড়া পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটিভরাটসহ সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ৩.০০ কি.মি.)	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৪.৯৭	সমাপ্ত
৪৪.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের ঝর্ণাটিলা বিজিবি ক্যাম্প হতে কাতালমনি পাড়া হয়ে ভাইবোনছড়া পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটিভরাটসহ সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজ-৩.০০ কি.মি. হতে ৬.০০ কি.মি.)	২০১৪-২০১৬	৩৫.০০	৩৪.৯৭	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	খ. নতুন				
৪৫.	দীঘিনালা উপজেলাধীন বড় মেরুং আনসার হেড কোয়ার্টার হতে কুমিল্লা পাড়া হয়ে খেজুর বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর–শিক্ষা				
	ক. চলমান				
৪৬.	মানিকছড়ি ডাইনছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৩.০০	২২.০৯	সমাপ্ত
৪৭.	মানিকছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৩.০০	২২.৯৬	সমাপ্ত
৪৮.	দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয় সম্প্রসারণসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৮.৭৫	২৮.৬৮	সমাপ্ত
৪৯.	খাগড়াছড়ি সদরে বিয়াম স্কুল ভবন নির্মাণ	২০১৩-২০১৬	২৫.০০	২৫.০৫	সমাপ্ত
৫০.	খাগড়াছড়ি সদরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.১৯	১৫.১৯	সমাপ্ত
৫১.	গুইমারা হাফছড়ি ইউনিয়নের বড়ইতলী জুনিয়র হাইস্কুল ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০ সং-১৭.২৫	১৭.২৫	সমাপ্ত
৫২.	খুলারাম পাড়া হাইস্কুল নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	১৯.৯৮	সমাপ্ত
৫৩.	দীঘিনালা উপজেলাধীন ছোট মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
	সেক্টর–ক্রীড়া ও সংস্কৃতি				
	ক. চলমান				
৫৪.	খাগড়াছড়ি মহিলা ক্লাব নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	৩০.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর–সমাজকল্যাণ				
	ক. চলমান				
৫৫.	খাগড়াপুর মহিলা সমিতির Women Resource Center ভবন নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৫.০০	২৪.৯৯	সমাপ্ত
৫৬.	খাগড়াছড়ি সদরে স্কাউট ভবন নির্মাণ	২০১৩-২০১৬	১৫.০০ সং-১৭.১০	১৭.০৯	সমাপ্ত
৫৭.	খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৩.২০	১৩.২০	সমাপ্ত
৫৮.	খাগড়াছড়ি সনাতন যুব পরিষদের পাকা ভবন কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৫৯.	খাগড়াছড়ি সদরে সম্প্রীতি সমাজকল্যাণ পরিষদ এর ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৬০.	খাগড়াছড়ি সদরের আড়াই মাইল এলাকায় ইসকন মন্দিরের ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.২০	১৫.১৬	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৬১.	খাগড়াছড়ি সদরে খবং পুড়িয়া দশবল বৌদ্ধ বিহার ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.২১	১৫.১৭	সমাপ্ত
৬২.	খাগড়াছড়ি সদরে গাউছিয়া মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৪.৯৯	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৬৩.	ভাইবোনছড়া আল আমিন মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৪.৯৯	সমাপ্ত
৬৪.	মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী মঙ্গল রতি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	২০.০০ সং-২৩.০০	২২.৯৯	সমাপ্ত
৬৫.	পানছড়ি উপজেলায় কলাবন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	১০.১১ সং-১১.৬২	১১.৬১	সমাপ্ত
৬৬.	মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	১০.১১	১০.০০	সমাপ্ত
৬৭.	কমলছড়ি ইউনিয়নে ধর্মসুখ বৌদ্ধ বিহারে সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারণ	২০১৪-২০১৬	৪.০০	৪.০০	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৬৮.	খাগড়াছড়ি ইসলামিয়া এতিম খানার জন্য ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৬৯.	রামগড় উপজেলায় নাকাপা জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৭০.	খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজের কম্পিউটার সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৭১.	খাগড়াছড়ি সাংবাদিক ইউনিয়ন অফিস এর জন্য ২টি ডেক্সটপ কম্পিউটার সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	২.০০	২.০০	সমাপ্ত
৭২.	সবুজ বাগ মসজিদের সম্প্রসারণ কাজ	২০১৫-২০১৭	৬.০০	৬.০০	সমাপ্ত
৭৩.	জেলা জজ সাহেব অফিস সংলগ্ন এবাদত খানা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৭৪.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় নীলকান্ড পাড়ায় নারী ভিক্ষুনী সংঘের জন্য ভাবনা কুটির কাম বুদ্ধ দর্শন শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৭৫.	মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ০৮টি ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা অফিস সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
	সেক্টর–ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ				
	ক. চলমান				
৭৬.	মহালছড়ি বাজার বড়ুয়া পাড়ায় ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১০-২০১৬	১৫.০০	১২.৭২	সমাপ্ত
৭৭.	রামগড় মহামুনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্যাম্প এর পার্শ্বের লেইক এ ঘাটলা নির্মাণ ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১১-২০১৬	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৭৮.	খাগড়াছড়ি সদরে ১নং কদমতলী এলাকায় বসতবাড়ী রক্ষার্থে ধীর কুমার চাকমা ও বকুল চাকমার বাড়ীর পার্শ্বে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১২-২০১৬	১২.০০	১২.০০	সমাপ্ত

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৭৯.	খাগড়াপুর যতন কুমার বাড়ীর পিছন হতে রজনী ত্রিপুরার বাড়ী পর্যন্ত খালের ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিরোধক ওয়াল নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৮০.	খাগড়াছড়ি রেষ্ট হাউজ সংস্কারকরণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৮১.	খাগড়াছড়িস্থ বোর্ড ক্যাম্পাসে আবাসিক ভবন মেরামতকরণ	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৮২.	খাগড়াছড়ি জেলা জজ বাংলো সংলগ্ন গার্ড শেড নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৮.০০	৮.০০	সমাপ্ত
৮৩.	খাগড়াছড়ি সদরে ঠাকুরছড়া শ্মশান খোলায় একটি বিশ্রামাঘাট নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৭.০০	৬.৯৮	সমাপ্ত
৮৪.	পানখাইয়া পাড়া বসতবাড়ী রক্ষার্থে প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণ	২০১৪-২০১৬	৭.০০	৭.০০	সমাপ্ত
৮৫.	রামগড় উপজেলাধীন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর্যের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৪-২০১৬	২০.১৭	২০.১৭	সমাপ্ত
৮৬.	খাগড়াছড়ি জিরো মাইল এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নসহ মৎস্য চাষ, ফলজ ও বনজ বাগান সৃজন	২০১৪-২০১৬	২৫.০০	২৫.০০	সমাপ্ত
৮৭.	উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের টয়লেট, আসবাবপত্র সরবরাহসহ পানীয় জলের সুব্যবস্থাকরণ	২০১৪-২০১৬	১৫.০০	১৪.৯৮	সমাপ্ত
৮৮.	খাগড়াছড়ি বোর্ড কার্যালয় ও আবাসিক এলাকায় ওভাহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ	২০১৪-২০১৬	১৪.০০ সং-১৫.২৪	১৫.২৪	সমাপ্ত
	খ. নতুন				
৮৯.	হাতিমুড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ	২০১৫-২০১৭	৪.০০	৪.০০	সমাপ্ত
৯০.	জিরোমাইল পর্যটন এলাকায় বিনোদনমূলক ব্যবস্থার জন্য সরঞ্জাম স্থাপন ও বৈদ্যুতিক কাজ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	২০.০০	সমাপ্ত
৯১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের জন্য ০৪ সেট কম্পিউটার (প্রিন্টার, স্টাবিলাইজার ও ইউপিএসসহ) সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	৩.০০	৩.০০	সমাপ্ত
৯২.	খাগড়াছড়ি ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	২.০০	২.০০	সমাপ্ত
৯৩.	খাগড়াছড়ি বোর্ড ক্যাম্পাসে আবাসিক ভবনের সহায়ক কাজ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	১০.০০	সমাপ্ত
৯৪.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়ি রমেশ কার্বারী পাড়ায় (থোয়াই চাই মার্মা বাড়ী সংলগ্ন) সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ	২০১৫-২০১৭	৩.০০	৩.০০	সমাপ্ত
৯৫.	পানখাইয়া পাড়ার মাঝখানে কালভার্ট সংলগ্ন নর্দমা উন্নয়নসহ আরসিসি পাকা ড্রেইন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৭.০০	৭.০০	সমাপ্ত
৯৬.	খাগড়াছড়ি সদর থানা পৌরসভার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	১৫.০০	সমাপ্ত
৯৭.	দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী পুরাতন বাজারে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৫.০০	৫.০০	সমাপ্ত
		মোট=	১,৮২২.৪৬	১৮১৭.৩৫	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং ৫০১০ আওতায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিরবণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	কার্যকাল	পিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	দীঘিনালা উপজেলাধীন ৪নং দীঘিনালা ইউনিয়নে বানছড়া ব্রীজ হতে মধ্যবানছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে অয়মনি কার্বারী পাড়া শেষ মাথা পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০১০-২০১৬	৫৫৬.২৭	৫৫৬.০০	সমাপ্ত
২.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি পুরাতন সড়ক-গরগজ্যাছড়ি পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০১০-২০১৬	৪৫৯.৬৮	৪৫৯.০০	সমাপ্ত
৩.	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়িতে মাতাই পুকুরী (দেবতা পুকুর) এলাকায় তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ	২০১১-২০১৬	৪০০.০০	৪০০.০০	সমাপ্ত
৪.	মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গিনালা হ্যাংসা পাড়া হতে মুবাছড়ি খুলারাম পাড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০১২-২০১৭	১৬১.০০	১৬১.০০	সমাপ্ত
৫.	খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম নবায়ন ও সংস্কারকরণ	২০১২-২০১৬	১৫৮.০০	৬০.০০	সমাপ্ত
৬.	ভাইবোনছড়া ডাক বাংলো সড়কের ভাইবোনছড়া চেংগী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ	২০০৭-২০১৬	৭৯৮.৭৫	৭৯৮.৫৫	সমাপ্ত
		মোট=	২,৫৩৩.৭০	২,৪৩৪.৫৫	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–

- রাস্তা নির্মাণ: ২৬.৬২.০০ কি.মি.
- সেতু নির্মাণ: ১৬৩.০৮ মিটার
- কালভার্ট নির্মাণ: ৮৮.২৬ মিটার
- প্রতিরোধক কাজ (এল/ইউ/ক্রস ড্রেইন, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ): ৬,১৮১.৪০ মিটার

শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ: পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–

- স্কুল ভবন নির্মাণ: ১,৮৮৬.৮১ বর্গ মিটার
- ছাত্রাবাস নির্মাণ: ১,১০১.০৫ বর্গ মিটার
- তিন পার্বত্য জেলার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান: ১,২৮১ জন

কৃষি উন্নয়নের সহায়তা প্রদান: পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–

- জলাধার নির্মাণ: ৬০.৯৭ মিটার
- সেচ ড্রেইন নির্মাণ: ১,০৬৪.৯৯ বর্গমিটার

আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ: পার্বত্যাঞ্চলের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–

- গাভী বিতরণ: ৬০টি
- প্রান্তিক কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান: ৪১০ জন
- রাবার বাগান ও নার্সারী সৃজন: ১,৩০০ একর
- সেলাই মেশিন সরবরাহকরণ: ৫০টি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নতি সাধন: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–

- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন: ১৬৯.৬১ বর্গমিটার

- **সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ:** পার্বত্যাঞ্চলের সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে–
  - সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ: ৫,৭১৭.৬৪ বর্গমিটার
  - যাত্রী ছাউনী নির্মাণ: ১২০ বর্গমিটার
- **মা ও শিশু কল্যাণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের মা ও শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে হয়েছে–
  - পাড়া কেন্দ্র নবায়ন ও সংস্কার: ১,০০০টি
  - পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ: ৫৫০ জন
  - পাড়াকর্মীর সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ: ১,০০০ জন
  - পাড়াকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির প্রশিক্ষণ: ১,১৬৯ জন
- **দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে–
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত ১ম শ্রেণী কর্মকর্তাগণকে মোট ৮৮২ ঘন্টা, ২য় শ্রেণী কর্মকর্তাগণকে মোট ৪৩২ ঘন্টা এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে ৮৪ ঘন্টা অন-জব ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলাওয়ারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী স্কিমসমূহের তালিকা: (কোড নং-৭০৩০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	০২টি	০১টি	০২টি	-	০৩টি	১০০%	২,২০০.০০
		যোগাযোগ	৩৮টি	২৮টি	১২টি	-	৬৬টি		
		শিক্ষা	০৯টি	২০টি	০৭টি	০২টি	২৯টি		
		সমাজকল্যাণ	২৬টি	৩৪টি	১৫টি	০৫টি	৬০টি		
		ভৌত অবকাঠামো	২১টি	২৩টি	১২টি	০৬টি	৪৪টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৭টি	০২টি	০৪টি	০১টি	০৯টি		
		মোট=	১০৩টি	১০৮টি	৫২টি	১৪টি	২১১টি		২,২০০.০০

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী প্রকল্পসমূহের তালিকা: (কোড নং-৫০১০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	-	-	-	-	-	১০০%	২,৪৬০.০০
		যোগাযোগ	১৮টি	০৫টি	০২টি	-	২৩টি		
		শিক্ষা	০৫টি	০১টি	০১টি	-	০৬টি		
		সমাজকল্যাণ	০৮টি	০৪টি	০৩টি	-	১২টি		
		ভৌত অবকাঠামো	০১টি	-	-	-	০১টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	-	-	-	-		
		মোট=	৩২টি	১০টি	০৬টি	-	৪২টি		২,৪৬০.০০

বান্দরবান ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী স্কিমসমূহের তালিকা: (কোড নং-৭০৩০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	-	-	-	-	-	১০০%	২,৫০০.০০
		যোগাযোগ	০২টি	২৩টি	০১টি	০৩টি	২৫টি		
		শিক্ষা	০৪টি	১৯টি	০১টি	০১টি	২৩টি		
		সমাজকল্যাণ	১৪টি	৪৮টি	১০টি	০১টি	৬২টি		
		ভৌত অবকাঠামো	০১টি	৮২টি	০১টি	১৯টি	৮৩টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	-	-	-	-		
		মোট=	২১টি	১৭২টি	১৩টি	২৪টি	১৯৩টি		২,৫০০.০০

বান্দরবান ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী প্রকল্পসমূহের তালিকা: (কোড নং-৫০১০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	০১টি	-	০১টি	-	০১টি	১০০%	৩,৩০০.০০
		যোগাযোগ	৪২টি+ ১টি স্থগিত	০৩টি	০৩টি	-	৪৬টি		
		শিক্ষা	০১টি	০৩টি	-	-	০৪টি		
		সমাজকল্যাণ	-	-	-	-	-		
		ভৌত অবকাঠামো	০১টি	-	০১টি	-	০১টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০১টি	-	-	-	০১টি		
		মোট=	৪৭টি (১টি স্থগিতসহ)	০৬টি	০৫টি	-	৫৩টি		৩,৩০০.০০

খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী স্কিমসমূহের তালিকা: (কোড নং-৭০৩০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০২টি	১০০%	২,২০০.০০
		যোগাযোগ	৬৭টি	২৫টি	৪২টি	০১টি	৯২টি		
		শিক্ষা	০৮টি	১৯টি	০৮টি	-	২৭টি		
		সমাজকল্যাণ	১৩টি	৩৯টি	১৩টি	০৮টি	৫২টি		
		ভৌত অবকাঠামো	১৪টি	২২টি	১৩টি	০৯টি	৩৬টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	০২টি	-	০১টি	০২টি		
		মোট=	১০৩টি	১০৮টি	৭৭টি	২০টি	২১১টি		২,২০০.০০

■ খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত খাতওয়ারী প্রকল্পসমূহের তালিকা: (কোড নং-৫০১০)

জেলা	অর্থ বছর	খাতসমূহ	গৃহীত স্কীমের সংখ্যা		সমাপ্ত স্কীমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কীমের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ অনুযায়ী	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
			চলতি	নতুন	চলতি	নতুন			
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২০১৫-২০১৬	কৃষি	-	-	-	-	-	১০০%	২,৪০০.০০
		যোগাযোগ	২০টি	০৪টি	০৪টি	-	২৪টি		
		শিক্ষা	-	০২টি	-	-	০২টি		
		সমাজকল্যাণ	০১টি	০১টি	০১টি	-	০২টি		
		ভৌত অবকাঠামো	০২টি	০১টি	০১টি	-	০৩টি		
		ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	-	-	-	-		
		মোট=	২৩টি	০৮টি	০৬টি	-	৩১টি		২,৪০০.০০

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা কোড নং-৭০৩০ আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

জেলার নাম	চলমান স্কিম	সমাপ্ত স্কিম	মোট গৃহীত স্কিম	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী)	আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী)
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	১৪৫টি	৬৬টি	২১১টি	২,২০০.০০	২,২০০.০০	১০০%	১০০%
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	১৫৫টি	৩৭টি	১৯৩টি	২,৫০০.০১৪৩৩	২,৫০০.০১৪৩৩	১০০%	১০০%
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১১৪টি	৯৭টি	২১১টি	২,২০০.৩২৫৫৮	২,২০০.৩২৫৫৮	১০০%	১০০%
তিন পার্বত্য জেলা							
১. শিক্ষা বৃত্তি	–	০১টি	০১টি	৫৯.৯৯২৩২	৫৯.৯৯২৩২	১০০%	১০০%
২. ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম (অনুদান)	–	০১টি	০১টি	৩৯.৬৬৭৭৭	৩৯.৬৬৭৭৭	১০০%	১০০%
মোট=		২০২টি	৬১৭টি	৭,০০০.০০০০০	৭,০০০.০০০০০		

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায়
জেলাওয়ারী সমাপ্তকৃত স্কিমের লেখচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোড নং ৫০১০ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

জেলার নাম	চলমান স্কিম	সমাপ্ত স্কিম	মোট গৃহীত স্কিম	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী)	আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী)
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৩৬টি	০৬টি	৪২টি	২,৪৬০.০০	২,৪৫৯.৯৫২	১০০%	৯৯.৯৯৮%
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৪৭টি +০১টি স্থগিত	০৫টি	৫৩টি	৩,৩০০.০০	৩,২৯৯.৯৪৭	১০০%	৯৯.৯৯৮%
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২৫টি +০১টি স্থগিত	০৬টি	৩২টি	২,৪০০.০০	২,৩৯৫.৭৬৪	১০০%	৯৯.৮২৩%
তিন পার্বত্য জেলা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প	০৫টি	-	০৫টি	৪৪০.০০	৪৩৮.১৮৭	১০০%	৯৯.৫৮৭%
মোট=	১১৫টি (২টি স্থগিতসহ)	১৭টি	১৩২টি	৮,৬০০.০০	৮,৫৯৩.৮৫		

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোড নং-৫০১০ এর আওতায় জেলাওয়ারী সমাপ্তকৃত স্কিমের লেখচিত্র

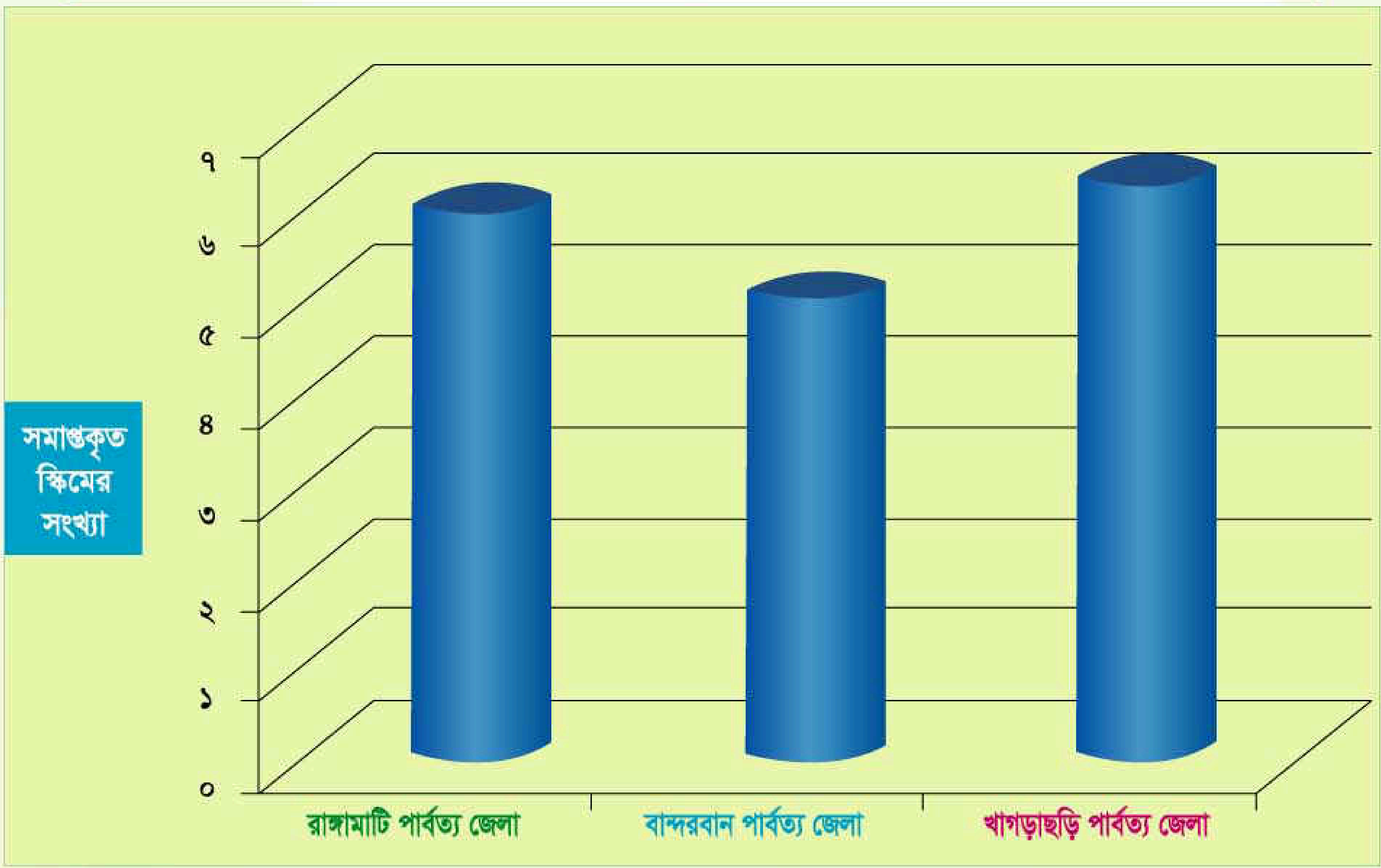

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন স্কিম/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়িতে দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার দশটি উপজেলার মধ্যে নানিয়ারচর উপজেলাতে স্থল ও নৌ উভয় পথে যাতায়াত করা যায়। নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নে রয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের স্মৃতিসৌধ। কাপ্তাই হ্রদ বেষ্টিত ছোট-বড় পাহাড় ঘেরা সবুজ বনানীর আচ্ছাদনে আবৃত এ নানিয়ারচর উপজেলা। এ উপজেলায় ইউনিয়ন রয়েছে চারটি যথা: ১) নানিয়ারচর; ২) সাবেক্ষ্য; ৩) বুড়িঘাট; ৪) ঘিলাছড়ি। দোসর পাড়া এবং চেঙ্গীমুখ পাড়া দুটি নানিয়ারচর উপজেলায় বিচ্ছিন্ন দুটি পাড়া। বেতছড়ি খালটি নানিয়ারচর সদর উপজেলা এবং এর আশপাশের সেবা কেন্দ্র যেমন ঘিলাছড়ি বাজার হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে সঠিক সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি সেবাসমূহ পৌঁছতে পারে না। এ জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়িতে দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৬০ লক্ষ টাকা। এর ফলে এ উপজেলার যোগাযোগ সহজতর হওয়ার পাশাপাশি নিকটবর্তী এলাকাসমূহে বসবাসরত জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

গত ১৭ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়িস্থ দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব এ বি এম নাসিরুল আলমসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দীঘিনালা উপজেলা হতে ৪ মাইল দেবেন্দ্র মোহন তৈবাকলাই পাড়া যাওয়ার রাস্তায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে, দীঘিনালা উপজেলা হতে ৪ মাইল দেবেন্দ্র মোহন তৈবাকলাই পাড়া যাওয়ার রাস্তায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মিত হয়। ব্রিজ হওয়ার পূর্বে ঐ এলাকার জনসাধারণ পায়ে হেঁটে খাল পার হয়ে যাতায়াত করত। এর বিকল্প কোনো উপায়ও ছিল না। কোনো যানবাহন প্রবেশ করতে পারত না। বাজারজাতকরণের জন্য উৎপাদিত কৃষি পণ্য নিয়ে

যেতে অসুবিধা হতো। সরকারি বেসরকারি সেবাসমূহ পৌঁছাতে সমস্যা ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ ব্রিজটি নির্মাণের ফলে ঐ এলাকার জনসাধারণ উপকৃত হবে। এ ব্রিজটি ১০০ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থ। এতে নির্মাণ ব্যয় হয়েছে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। গত ০৬ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এ ব্রিজটি শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা, বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (যুগ্ম-সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি ইউনিট জনাব মোহাং শাহাবুদ্দিন চৌধুরীসহ ঐ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বান্দরবান পার্বত্য জেলা কুহালং ইউনিয়নে সেচনালা নির্মাণ ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা ও আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করার সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নে সেচনালা নির্মাণ ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ নামক শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ঐ এলাকায় কৃষি জমিগুলোতে সেচ নালা নির্মাণ করার ফলে ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সোনাইঝিড়িতে নির্মিত বাঁধের পানি দ্বারা উক্ত সেচ নালার মাধ্যমে প্রায় ১,২০০.০০ (বারশত) একর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ঐ এলাকার কৃষকরা এখনো চাষের জন্য গবাদি-পশু ব্যবহার করে থাকে। ফলে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। তাই উক্ত এলাকায় পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হলে জমির উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি বান্দরবান সদর উপজেলা কুহালং ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে ০৮টি পাওয়ার টিলা সরবরাহ করেন। এ সময় তাঁর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান ইউনিট জনাব মোঃ আবদুল আজিজসহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান সদর উপজেলা কুহালং ইউনিয়নের শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ১,৬৮০ মিটার দীর্ঘ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৬ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা উক্ত সেচ নালা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় বান্দরবান ইউনিট অফিসের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

মহালছড়ি উপজেলা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এন্ড কলেজে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রাচীন থানা বর্তমানে উপজেলা মহালছড়ি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর থেকে ৩১ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এ উপজেলায় বর্তমানে ৫টি ইউনিয়ন, ১০টি মৌজা, এবং প্রায় ১১০টি গ্রাম রয়েছে। এ উপজেলার শিক্ষার হার ৪০% (সূত্র: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ইত্যাদি অবকাঠামোও নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আসবাবপত্র, আইটি সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়েও সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্যে

মহালছড়ি উপজেলা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ল স্কুল এন্ড কলেজ নির্মাণ কাজটি অন্যতম। এ স্কুল ভবনের আয়তন প্রায় ৪৩৭.৫০ বর্গমিটার। চার তলা বিশিষ্ট এ স্কুল ভবনটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নির্মিতব্য ১২৪.০০ বর্গমিটার কাজের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩০.০০ লক্ষ টাকা। স্কুল ভবন নির্মাণ কাজের পাশাপাশি বৈদ্যুতিকীকরণ, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন এর ব্যবস্থাও করা হবে।

গত ০৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহালছড়ি উপজেলা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরাসহ বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, (যুগ্ম-সচিব) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ইউনিট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাং শাহাবুদ্দিনসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে মহালছড়ি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এন্ড কলেজে প্রায় ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতাহেতু শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাটি দুর্গম পার্বত্য এলাকার মধ্যে অন্যতম। অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়। স্বল্প পরিমাণ সমতল ভূমি এবং বহু পাহাড়ী ঝর্ণা তথা ছড়া নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। এ উপজেলায় ইউনিয়ন রয়েছে তিনটি যথা: ১। বিলাইছড়ি ২। কেংড়াছড়ি এবং ৩। ফারুয়া ইউনিয়ন। বিলাইছড়ি উপজেলায় চাকমা, মারমা, বোম, পাংখুয়া, লুসাই এবং খিয়াং সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। চাকমা, মারমা এবং খিয়াং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বোম, পাংখুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। প্রয়োজন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দুর্গম পার্বত্য এলাকাতেও মসজিদ, মন্দির, কেয়াং, গীর্জা ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করে যাচ্ছে। বিলাইছড়ি উপজেলায় পাংখুয়া পাড়া ও আশপাশের এলাকায় প্রায় ১,২০০ জন খ্রিস্টান সম্প্রদায় লোকের বসবাস। তাদের প্রার্থনা করার জন্য স্থায়ী কোন ভবন ছিল না। তাছাড়া এ এলাকার অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে বিধায় তাদের পক্ষে পাকা গীর্জা নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়ায় একটি গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে সোলার/জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন, স্যানিটেশনসহ পানি সরবরাহকণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৮০.০০ লক্ষ টাকা।

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার। এ সময় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব বৃষ কেতু চাকমা, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরীসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ কাজের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলে স্টেডিয়ামসমূহের গ্যালারী, ভিআইপি গ্যালারী নির্মাণ ও সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারি নির্মাণ একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি গত কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়ে এখনও পর্যন্ত চলমান রয়েছে। প্রতি বছর বরাদ্দ অনুসারে কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এ কাজের বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৭০ লক্ষ টাকা। এ বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিস কর্তৃক ৪০০ বর্গমিটার বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক দর্শক সরাসরি খেলা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মহিলা ক্লাব নির্মাণ

গত ১২ জুন ২০১৬ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মহিলা ক্লাব নির্মাণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেছেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী। এ সময় তাঁর সাথে খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাং শাহাবুদ্দিন চৌধুরী এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত উপস্থিত ছিলেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এ কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৩০ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক এ স্কিমের কাজের বরাদ্দ অনুযায়ী দুই তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, তবে কাজটি এখনও চলমান রয়েছে। এ মহিলা ক্লাবটি নির্মিত হলে জেলা পর্যায়ের কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাগণ অবসর সময়ে ক্লাবে এসে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পাবে। তাঁরা ক্লাবে বিভিন্ন খেলাধূলায়ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সময়ে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্প কাজের অগ্রগতি তদারক করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করে থাকেন। গত ০৬ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপসচিব মিসেস বিদুষী চাকমা এ ভবনটির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তাঁর সাথে খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন স্কিম/প্রকল্প পরিদর্শন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি-সোনাইছড়ি সড়ক হতে ক্যকরোপ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

গত ২৯ মে ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত নাইক্ষ্যংছড়ি-সোনাইছড়ি সড়ক হতে ক্যকরোপ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ কাজটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১.২৫ কি.মি.। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের গ্রামীন সড়ক নির্মাণে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে ঐ এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি পণ্য বাজারজাতসহ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দুর্গম এলাকাসমূহে ছোট-বড় স্কিম/প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। এ রাস্তাটি নির্মাণের ফলে আশে-পাশে বসবাসকারী মারমা, বাঙ্গালী এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এতে ব্যয় হবে ৪০.০০ লক্ষ টাকা।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শালবাগান পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন বাগান চাষীদের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদর এর কাছাকাছি শালবাগান পুলিশ ক্যাম্প। এ ক্যাম্পের আশপাশের জনসাধারণ পাহাড়ী জনগোষ্ঠির হওয়ায় তাঁরা প্রায় সকলেই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। পাহাড়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারের নিয়ে আসতে তাদের অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে তাদের চলাচল করতে হয়। বর্ষা মৌসুমে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সময় তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। পার্বত্যাঞ্চলের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে এখনও কোনো রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাঁচা রাস্তা, পাক্কা রাস্তা, বড়-ছোট ব্রিজ, ফুট ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবস্থাও উন্নত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শাল বাগান পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন বাগান চাষীদের সুবিধার্থে ১,০২৫ ফুট (৩১২ মিটার) রাস্তা নির্মাণ করেছে এর সাথে প্রায় ৯৩ মিটার একটি এল ড্রেইনও নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ১৫.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, (যুগ্ম সচিব) গত মে ২০১৬ খ্রি. মাসে এই প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বোর্ডের সাবেক সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা (পি.আর.এল ভোগরত) জনাব প্রীতি কান্তি ত্রিপুরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরে কম্বনিয়া হতে মৌলভীর কাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম সচিব) গত ০৫ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরে কম্বনিয়া হতে মৌলভীর কাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন। এই কাজটি নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি কাজ। এই কাজের প্রায় ১.০০ কি. মি. গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। রাস্তাটি নির্মিত হলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা বাঙ্গালী, মারমা, চাক ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের জনগণ উপকৃত হবে। প্রায় ২৪৫ পরিবার এতে প্রত্যক্ষ সুবিধা পাবে। এছাড়াও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

রুমা উপজেলাধীন নাইক্যঝিড়ি হতে জিএফএস এর মাধ্যমে কৈক্ষ্যংঝিড়ি বাজারে পানি সরবরাহকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুপেয় পানির তীব্র সংকট রয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলের দুর্গম এলাকাগুলোতে এ পানির সংকট আরো বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানির উৎস খুঁজে পাওয়া দুরুহ হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুর্গম এলাকার লোকজন অনেকেই ছড়া ও ঝিরির পানি পান করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন নিধন, অপরিকল্পিত চাষাবাদ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক পানির উৎস ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থাগত কারণে পার্বত্যাঞ্চলে অনেক এলাকায় নলকূপ বসানোও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ছড়ায় বাঁধ দিয়ে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। রুমা উপজেলা বান্দরবান পার্বত্য জেলার একটি দুর্গম উপজেলাগুলোর মধ্যে একটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় পানির সমস্যাসংকুল এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহকরণের বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রুমা উপজেলায় নাইক্যঝিড়ি হতে কৈক্ষ্যংঝিড়ি বাজার পর্যন্ত জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ স্কিমটি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে কৈক্ষ্যংঝিড়ি বাজারের ব্যবসায়ী, বাজারের আশে-পাশে বসবাসকারী এবং বাজারের সমাগমকারীর জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে। এতে ঐ এলাকায় বাঙ্গালী, মারমা, ত্রিপুরা ও ম্রো সম্প্রাদায়ের প্রায় ১৫০ পরিবার/ব্যবসায়ী উপকৃত হবে। গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি. তারিখে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহিনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) রুমা উপজেলাধীন নাইক্যঝিড়ি হতে জিএফএস এর মাধ্যমে কৈক্ষ্যংঝিড়ি বাজারে পানি সরবরাহকরণ স্কিমের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর বান্দরবান ইউনিট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ এবং উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ এরশাদ মিয়া।

থানচি মেইন সড়ক হতে আইলমারা পাড়া হয়ে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদর থেকে প্রায় ৮৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত থানচি উপজেলা। থানচি উপজেলায় চারটি ইউনিয়ন রয়েছে যথা: ১। রেমাক্রী ২। তিন্দু ৩। থানচি এবং ৪। বলিবাজার ইউনিয়ন। এ উপজেলায় বসবাসরত নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে মারমা, চাকমা, খেয়াং, ত্রিপুরা, খুমী, ম্রো ও বম। এ উপজেলায় শিক্ষার হার মাত্র ১৪% (সূত্র: বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ওয়েবসাইট)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্গম উপজেলাগুলোতেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে ঐ এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের থানচি মেইন সড়ক হতে আইলমারা পাড়া হয়ে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করেছে। এতে ঐ এলাকায় বসবাসরত চাকমা, মারমা সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ পরিবার উপকৃত হবে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত কাঁচা থাকায় উক্ত এলাকায় মানুষ ভোগান্তিতে ছিল। এ রাস্তাটি নির্মাণে ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে ব্যয় হয় প্রায় ৪০.০০ লক্ষ টাকা। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব) রাস্তাটি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান ইউনিট জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ।

কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া বৃক্ষ ভানপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্রাবাস নির্মাণ

কাউখালী উপজেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদর থেকে ৩৩ কি.মি. দূরে উপস্থিত একটি উপজেলা। চার ইউনিয়ন বিশিষ্ট কাউখালী উপজেলার পূর্বে রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই, পশ্চিমে-ফটিকছড়ি ও রাউজান, উত্তরে-নানিয়ারচর ও লক্ষীছড়ি, দক্ষিণে রাঙ্গুনীয়া ও রাউজান উপজেলা। কাউখালী উপজেলা দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলা ফটিকছড়ি, রাউজান এবং রাঙ্গুনীয়া উপজেলা। এ উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশিরভাগ মারমাদের বসবাস রয়েছে। এছাড়াও চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাঙ্গালীরাও এই উপজেলায় বসবাস করছে। কাউখালী উপজেলা পশ্চিম সীমান্তে দুর্গম এলাকাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ডাবুয়া বৃক্ষ ভানুপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে। ছাত্রাবাসের আয়তন প্রায় ১৩৬.৫৫ বর্গমিটার। ছাত্রাবাসটি নির্মিত হওয়ায় কারণে দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসার কষ্ট লাঘবের পাশাপাশি মেধাবী, অস্বচ্ছল, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ছাত্ররা এই ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনায় অধিকতর মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পাবে। এতে ঐ এলাকার মারমা, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্ররা উপকৃত হবে। ৬০-৭০ জন ছাত্র একসাথে এই ছাত্রাবাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করতে পারবে। এ ছাত্রাবাসটি নির্মাণের ব্যয় হয়েছে ২০.০০ লক্ষ টাকা। গত মে ২০১৬ খি. মাসে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন (উপসচিব) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া বৃক্ষ ভানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তাঁর সাথে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও নারীর সার্বিক উন্নয়নে মৌল সেবার প্রাপ্যতা ও মানসম্মত ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃব্যবস্থা এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান দক্ষতা ও অভ্যাস পরিবর্তনে সহায়তা করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- ৪,০০০ পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ
- ১,৫২,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ
- প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন
- ১,৬০,০০০ পরিবারে শিশু কিশোরী মহিলাদের রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ ও অণুপুষ্টি ঘাটতি জনিত সমস্যা দূরীকরণ
- সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট ৩২০ কোটি টাকা
সরকারি অনুদান: ১৫৭ কোটি টাকা
প্রকল্প সাহায্য: ১৬৩ কোটি টাকা

২০১৫-১৬ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়: মোট বরাদ্দ: ৪,৯০০.০০
মোট ব্যয়: ৪,৭৪৭.০০

প্রকল্পের আওতা: ৩ পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার ১১৭টি ইউনিয়নের ৩,৬১৬টি গ্রাম
পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা: মোট - ৪,০০০টি
রাঙ্গামাটি - ১,৪৯২টি
বান্দরবান - ১,০৭৫টি
খাগড়াছড়ি - ১,৪৩৩টি

বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ হতে জুন ২০১৭খ্রি.

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম

ক্রম.	অঙ্গ	প্রধান প্রধান কার্যক্রম
১.	সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	* ৫০০ নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ * ২,৮০০ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার * ৪,০০টি পাড়াকেন্দ্র রিসোর্স সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা * পাড়াকেন্দ্রের সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা সৃষ্টি
২.	শিশু শিক্ষা ও প্রাক শৈশব উন্নয়ন	* ৩-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে পাড়াকেন্দ্রে প্রাক শিক্ষাদান * পাড়াকেন্দ্রের ১০০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ * প্যারেন্টিং এডুকেশান কর্মসূচি বাস্তবায়ন * পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ

ক্রম.	অঙ্গ	প্রধান প্রধান কার্যক্রম
৩.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন	* কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের আয়রন বড়ি বিতরণ * মা ও শিশুদের ঠিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ * প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' বিতরণ * শিশু ও কিশোরীদের জন্য ক্রিমিনাশক বড়ি বিতরণ * শিশুদের জন্য ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ * পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম * অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা
৪.	শিশু সুরক্ষা	* জন্ম নিবন্ধীকরণ * সুরা বার্তা প্রচারণা * কিশোরী সহায়তা কার্যক্রম * সবুজ পাড়া কর্মসূচি * জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি * উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া * দুস্থ শিশুদের সহায়তা
৫.	পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন	* নলকূপ স্থাপন ও সংস্কার * হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন * স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ * কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ
৬.	উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ	* পরিবার পরিদর্শন * উঠান বৈঠক আয়োজন * জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা * নাটক মঞ্চায়ন * বিল বোর্ড স্থাপন * স্বাস্থ্য তথ্য স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর * কম্যুনিটি তথ্য ব্যবস্থাপনা * জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন
৭.	কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন	* পিসিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ * কর্মশালা আয়োজন * পাড়া তহবিল গঠন * সার্ভিস ম্যাপিং কার্যক্রম
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	* বেইজ লাইন ও এন্ড লাইন সার্ভে * নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন * বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং সভা * ডকুমেন্টেশান

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন

- ২২১টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও ৩টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু উন্নয়ন;
- ৫০০ জন পাড়াকর্মী মৌলিক প্রশিক্ষণ;
- ৬০০ জন পাড়াকর্মীর পুনঃ প্রশিক্ষণ;
- ৪৪০০ পাড়াকর্মী ও সিনিয়র পাড়াকর্মীর অনজব প্রশিক্ষণ;
- ৪০০০ কেন্দ্রে ৫৭৯৯৬ শিশুকে প্রি-স্কুল শিক্ষাদান;
- ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১০০০ শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ৩৩০টি পাড়ায় শিশু ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক পাড়া এ্যাকশান প্লান তৈরি;
- ২৫টি ইউনিয়নে শিশু ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক এ্যাকশান প্লান তৈরি;
- ৬৯টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির দায়-দায়িত্ব, কার্যপরিধি ও ঊর্ধ্বমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২৫ জন উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৩৩৯ জন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের শিশু ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক ঊর্ধ্বমুখ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৬৩৭ জন পাড়াকর্মীর নবজাতক ও প্রসূতি পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ১১০৬ জন পাড়াকর্মীর প্রত্যক্ষ পুষ্টি পরিসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ৫১০০ গর্ভবতী মহিলা ও ৩৭০২৪ জন কিশোরীকে নিয়মিতভাবে আয়রন বড়ি সেবন;
- প্রায় ৫০,০০০ কিশোরীকে ক্রিমিনাশক বড়ি সেবন;
- শিশুদের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪৫টি পাড়া কেন্দ্রে হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন
- ২০টি নতুন নলকূপ স্থাপন, ৩০টি নলকূপ ও ৮৩টি লেট্রিন সংস্কার
- ১৩০০ জন পাড়াকর্মীর হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও আইসিডিপির ৬০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে শিশুর উন্নয়ন, অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ৩৩৫টি পাড়াকেন্দ্রে কিশোরীদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- প্রকল্পের স্থায়ীত্ব কৌশল উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়ের, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন;
- ৬৭০টি পাড়া কেন্দ্রে উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা বিতরণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পাড়াকেন্দ্রের পাঠদানকালে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালীন একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি.

মোট প্রকল্প ব্যয় : জিওবি- ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)

মোট : ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ২,৫০০টি ১.৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২,৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ২,৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২,৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- উদ্যান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫,০০০ লোকের দক্ষতা উন্নয়ন;
- আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ২,৫০০ কৃষকের মিশ্র ফল বাগান সৃজনে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা;
- ১,২৫০ জন কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ সফর;
- ৫০০ জনকে উদ্যান নার্সারী ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা করা;
- ১২৫টি মার্কেট সেড নির্মাণ;
- ২৫০টি পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের মাঝে চারা-কলম বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি ও তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা

প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পটভূমি

বাংলাদেশের অন্যতম অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত তিনটি জেলা যথা: রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫ শতাংশ।

সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট করে। এ এলাকার জমি মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাহাড়ী ভূমি এখনও আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে পার্বত্য এলাকার মোট ভূমির প্রায় ২২ শতাংশ উদ্যান ফসলের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায়, এখানে উদ্যান ফসল আবাদের সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের উদ্যান ফসল আবাদে সম্পৃক্ত করা সবচাইতে ভাল বিকল্প। এগ্রো-ফরেষ্ট্রি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের পুনর্বাসন একটি যথাযথ ও পরীক্ষিত উপায় এবং আরও সম্প্রসারণের উপযোগী।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের সবচাইতে অনগ্রসর ও বিচ্ছিন্ন এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫ বছরের সামাজিক অস্থিরতা যা ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় এবং এলাকার ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে এই অঞ্চল অনেক পিছিয়ে আছে। এই অঞ্চলে বিদ্রোহের সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে চলা সামাজিক অস্থিরতার ক্ষতি এখনও পূরণ করতে পারছে না। এই দ্বন্দ্ব পরবর্তীতে এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন।

এসব বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দে পরিমাণ নিম্নে ছকে প্রদান করা হলো:

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)			অর্থের উৎস
অর্থ বছর	জিওবি	মোট	
২০১৫-২০১৬	৯৭.০০	৯৭.০০	এডিপি/আরএডিপি
২০১৬-২০১৭	১,১৩৫.০০	১,১৩৫.০০	
২০১৭-২০১৮	১,২৬৩.০০	১,২৬৩.০০	
২০১৮-২০১৯	৮৮৫.৮৪	৮৮৫.৮৪	
২০১৯-২০20	৩০০.০০	৩০০.০০	
মোট=	৩,৬৮০.৮৪	৩,৬৮০.৮৪	

২০১৫-২০১৬ সালে কার্যক্রমের অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার

২০১৫-২০১৬ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৫০ পরিবার, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭৫ পরিবার এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৭৫ পরিবার সর্বমোট ২০০ কৃষক পরিবার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ২০০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলের চারা কলম প্রদান করা হয়। প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-৪০) প্রদান করা হয়। তাদের প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি করে হাসুয়া এবং ০১টি করে নেকসেক স্প্রেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০০ জন কৃষককে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন

প্রকল্পের নাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন”
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৩ হতে ২০১৮ (২ বছরের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ)।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য অঞ্চলে বেকার যুবক যুব-মহিলাদের আইসিটিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন
উপকারভোগী	:	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার বেকার ও শিক্ষিত যুবক ও যুব-মহিলা
মৌলিক প্রশিক্ষণের বিষয়	:	MS Word, MS Excel, MS Access, MS Powerpoint, Photoshop এবং IIIustrator
উচ্চতর প্রশিক্ষণের বিষয়	:	2D Animation, Audio Editing, Vedio Editing, Website Design

বছরভিত্তিক কার্যক্রম

অর্থ বছর	বছরভিত্তিক কার্যক্রম			বছরভিত্তিক কাজের বিবরণ
	বরাদ্দ	ব্যয়	বাস্তব	
২০১৩-২০১৪	১৫.০০	১৪.৯৬	১০০%	১০০ সেট কম্পিউটার, ০২টি প্রজেক্টর, ১০টি ইউপিএস ও অন্যান্য কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়
২০১৪-২০১৫	১০.০০	৯.৯৭	১০০%	১৫ সেট কম্পিউটার, ০৫টি স্ক্যানার, ১৫টি ইউপিএস ও অন্যান্য কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়
২০১৫-২০১৬	৫০.০০	৪৮.৯৫	১০০%	১. ১৫ সেট কম্পিউটার, ১৫টি ইউপিএস ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০০ জন যুব-যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২য় ব্যাচে আরো ১০০ জন যুব-যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৩. বোর্ডের সদর কার্যালয়ে ওয়াইফাই জোন ও লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের সার্ভার স্টেশন শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভার সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের সুফল

বর্তমান আইসিটি খাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এতদঞ্চলে এই খাতের তেমন প্রসার ঘটেনি। প্রকল্পের আওতায় যুবক এবং যুব-মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এছাড়াও বোর্ডের সদর কার্যালয়ে ওয়াইফাই জোন স্থাপনের ফলে দাপ্তরিক কাজ ও পত্র যোগাযোগ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়

প্রকল্পের নাম: সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আবহাওয়া উপযোগী ফলজ বাগান সৃজন;
- ডেইরী ফার্ম স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেক উপকারভোগী পরিবারকে ০১টি করে গাভী সরবরাহকরণ;
- ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেক নারীকে একটি করে সেলাই মেশিন সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়: বরাদ্দ ৮০.০০ লক্ষ, ব্যয় ৮০.০০ লক্ষ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম.	প্রকল্পের অঙ্গ	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	গাভী প্রদান	৬০ পরিবার	৬০ পরিবার	৬০ পরিবার	বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গাভী বিতরণ করা হয়েছে
২.	সেলাই মেশিন প্রদান	৫০ পরিবার	৫০ পরিবার	৫০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে
৩.	বাগান সৃজন	১০০ পরিবার	৩০০ একর	৩০০ একর	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩০০ একর জায়গায় ফলজ চারা বিতরণ করা হয়েছে
৪.	রাসায়নিক সার প্রদান	১০০ পরিবার	১০০ পরিবার	১০০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ট্যাবলেট সার বিতরণ করা হয়েছে
৫.	কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান	১০০ পরিবার	১০০ পরিবার	১০০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রতিটি উপকারভোগীদের মাঝে ১টি হাসুয়া, ১টি সিকেচার ও ১০ পরিবারের জন্য ১টি করে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে
৬.	প্রশিক্ষণ	২১০ পরিবার	২১০ পরিবার	২১০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রতিটি উপকারভোগীদের মাঝে ১টি হাসুয়া, ১টি সিকেচার ও ১০ পরিবারের জন্য ১টি করে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা গোলাবাড়ী ইউনিয়নে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন সহধর্মিনী অনামিকা ত্রিপুরা, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (যুগ্ম-সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব চুনচু মণি চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ

১.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত খামার গ্রামের সকল খামারী তাদের নিজ নিজ বাগানে উৎপাদিত শাক-সব্‌জি, ফল মূল বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।
২.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত সেলাই মেশিন ও প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রশিক্ষিত উদ্যমী ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণ স্বহস্তে বিভিন্ন নকশাজাত কারুকার্যময় সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।
৩.	যেসব খামারীদের ডেইরী ফার্ম স্থাপনের জন্য গাভী বিতরণ করা হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশ গাভী বংশবৃদ্ধি করে এবং দুগ্ধ বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প ২য় পর্যায়

প্রকল্পের নামঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়: বরাদ্দ ৮০.০০ লক্ষ, ব্যয় ৮০.০০ লক্ষ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম.	প্রকল্পের অঙ্গ	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	বাগান সৃজন	২০০ পরিবার	৬০০ একর	৬০০ একর	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৬০০ একর জায়গায় ফলজ চারা বিতরণ করা হয়েছে
২.	রাসায়নিক সার প্রদান	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে
৩.	কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রতিটি উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে ১টি হাসুয়া, ১টি সিকেচার ও ১টি করে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে
৪.	প্রশিক্ষণ	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	২০০ পরিবার	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প ২য় পর্যায় এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা গোলাবাড়ি ইউনিয়নের সুবিধাভোগীদের মাঝে চারা কলম বিতরণ করেছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (যুগ্ম-সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সদস্য প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, খাগড়ছড়ি পার্বত্য জেলা পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মজিদ আলী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনপ্রতিনিধি এবং এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত খামার গ্রামের সকল পুনর্বাসিত পরিবার তাদের নিজ নিজ বাগানে উৎপাদিত ফলমূল বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সৃজনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৩০০টি নির্বাচিত পাহাড়ী চাষী পরিবারকে বাগান সৃজনকল্পে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা।

- প্রকল্পের মেয়াদ: ১ম পর্যায়: ২০১০-২০১১ হতে ২০১৪-২০১৫; ২য় পর্যায়: ২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-২০১৭
- লক্ষ্যমাত্রা: ৩০০টি পরিবার
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ: ৫০ লক্ষ টাকা
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যয়: ৫০ লক্ষ টাকা
- মোট বরাদ্দে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রাপ্তি: ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা: ৫০ পরিবার
- প্রকল্পের স্থান: বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন রাজভিলা মৌজায়, চেমী মৌজায় ও টংকাবতী মৌজায়

উপকারভোগীদের তথ্য

বান্দরবান সদর উপজেলার ৩২৪ নং চেমী মৌজা হতে ২০টি, ৩১৯নং রাজবিলা মৌজা হতে ২০টি ও ৩১০নং টংকাবতী মৌজা হতে ১০টি পরিবারসহ মোট ৫০টি সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচিত করা হয়েছে। পরিবারসমূহের সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রম.	সম্প্রদায়	মৌজার নাম			মোট
		চেমী	রাজবিলা	টংকাবতী	
১.	মারমা	১৭টি	১৮টি	-	৩৫টি
২.	চাকমা	০২টি	-	০৪টি	০৬টি
৩.	তঞ্চংগ্যা	-	০২টি	-	০২টি
৪.	ম্রো	-	-	০৩টি	০৩টি
৫.	ত্রিপুরা	-	-	০৩টি	০৩টি
৬.	খিয়াং	০১টি	-	-	০১টি
	মোট =	২০টি	২০টি	১০টি	৫০টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলার মৌজাধীন সুবিধাভোগী পরিবারদের মধ্যে রাসায়নিক সার এবং রাবার ও উদ্যান চারা/কলম বিতরণ করছেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-পরিকল্পনা ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

রাবার চারা বিতরণ ও রোপন	১০০টি করে ৫০ পরিবারে ৫,০০০টি
উদ্যান চারা বিতরণ	আম্রপালি ২৫টি করে ১,২৫০টি
নারিকেল চারা বিতরণ	২০টি করে ১,০০০টি, লিচু (চায়না-৩) ২১টি করে ১,০৫০টি
মাল্টা চারা বিতরণ	২১টি করে ১,০৫০টি বিএডিসি, বান্দরবান হতে সরবরাহ করার পর বিতরণ করা হয়েছে
সার বিতরণ ও প্রয়োগ (ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি)	ইউরিয়া ৬,৯০০ কেজি, টিএসপি(বিদেশী) ৪,৫০০ কেজি, এমওপি (বিদেশী) ২,১১৫ কেজি সার বিএডিসি, বান্দরবান হতে সরবরাহ করার পর বিতরণ করা হয়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প

- প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুন, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ খ্রি.
- মোট প্রকল্প ব্যয় : জিওবি-৪,০০০.০০ (লক্ষ টাকা)
- মোট : ৪,০০০.০০ (লক্ষ টাকা)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানছি উপজেলাধীন তিন্দু ইউনিয়নের উপকারভোগীর মধ্যে সোলার প্যানেল বিতরণের একাংশ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ৫,৮৯০টি ৬৫ ওয়াটের সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহকরণ
- ২,৮১৪টি ১২০ ওয়াটের কমিউনিটি সোলার সিস্টেম সরবরাহকরণ
- ৫,৮৯০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

এখানে উল্লেখ্য যে, আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছরেও যে সকল এলাকায় জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছাবে না, বিদ্যুৎ বঞ্চিত সে এলাকাগুলো নির্বাচন করে প্রকল্পের আওতায় এ সুবিধা প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)			অর্থের উৎস
অর্থ বছর	জিওবি	মোট	
২০১৫-২০১৬	২০০.০০	২০০.০০	এডিপি/আরএডিপি
২০১৬-২০১৭	২,৪৪৪.০০	২,৪৪৪.০০	
২০১৭-২০১৮	১,৩৫৬.০০	১,৩৫৬.০০	
মোট	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০	

২০১৫-২০১৬ সালের কার্যক্রমের অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার

২০১৫-২০১৬ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৩৪টি সোলার হোম সিস্টেম, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৩৬টি সোলার হোম সিস্টেম এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১২০টি সোলার হোম সিস্টেমসহ সর্বমোট ৩৯০টি সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ১৫টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। এছাড়াও ৪৪০ জন উপকারভোগী পরিবারকে সোলার সিষ্টেম রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়া জাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প

- প্রকল্পের নাম : উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়া জাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প
- প্রকল্পের মেয়াদ : অর্থ বছর ২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭
- মোট বরাদ্দ : ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ১৮০.০০ লক্ষ টাকা
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যয় : ১৯৭.২৪ লক্ষ টাকা
- জনবল : ১ জন কর্মকর্তা ও ৮ জন কর্মচারী

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: রাবার নার্সারী সৃজন, ১,০০০ একর রাবার বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, ১৫০ একর শূন্যস্থান পূরণ, ৬,২৫০টি ফলজ চারা বিতরণ, বৈরফা রাবার কারখানা মেরামত ও শিটিং ব্যাটারী স্থাপন এবং ১.২৫ কি.মি. অভ্যন্তরীণ ব্রিক সলিং রাস্তা নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীর একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেলুন ও পায়রা উড়ানো অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফানুস উড্ডয়ন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে বোর্ডের কর্মরত মহিলা কর্মীদের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত
মাউন্টেন বাইকিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এর হাতে ২৫,০০০/-টাকার একটি চেক তুলে দিচ্ছেন
মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এম.পি

১৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি ভবনের আলোকসজ্জা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
আয়োজিত মাউন্টেন বাইকিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একাংশ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরের লালমোহন বাগান এলাকায় যাত্রী ছাউনী ও সিঁড়ি নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের রসুলপুর এবাদতখানা ও ফোকানিয়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সামসুজ্জামান

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের পূর্ব ট্রাইবাল আদামের শেষ প্রান্তে এপ্রোচ রোডসহ সিঁড়ি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের রাঙ্গামাটি শিশু নিকেতনের একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করছেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের কুতুকছড়ি জনবল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন ফাইতং মহিষখালি পাড়া হতে ধুইল্যাছড়ি হয়ে সুতাবাদি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন কম্বনিয়া হতে মৌলভীর কাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের উঠার সিঁড়ি নির্মাণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম

কাউখালী উপজেলাধীন কচুখালী ক্রীড়া ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সম্মানিত যুগ্ম সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা

বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে রামজাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মানিক লাল বণিক

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রাজভিলা হতে রমতিয়া সড়কের ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জিরো মাইল পর্যটন এলাকায় বিনোদনমূলক কার্যক্রমের একাংশ

খাগড়াছড়ি দীঘিনালা হতে ৪ মাইল দেবেন্দ্র মোহন তৈবোকলাই পাড়া যাওয়ার রাস্তায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের টয়লেট, আসবাবপত্র সরবরাহসহ পানীয়জলের সুব্যবস্থাকরণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)

মহালছড়ি উপজেলায় মুবাছড়ি ইউনিয়নে রুইথি কার্বারী জমির উপর ২০০ (দুইশত ফুট) দীর্ঘ একটি কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী

পানছড়ি উপজেলাধীন ভাইবোন ছড়া আল-আমিন মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মিসেস বিদুষী চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী পরিবারের মাঝে চারা কলম বিতরণ করছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মহিলা সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনু

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সুবিধাভোগীদের সাথে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এর মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার রাজভিলা মৌজায় সুবিধাভোগী পরিবারের মাঝে রাসায়নিক সার এবং রাবার ও উদ্যান চারা কলম বিতরণ করছেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী

উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্টদের মাঝে টেপিং সামগ্রী বিতরণ করছেন প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় দরিদ্র কৃষকদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের মাঝে চারা কলম বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের মাঝে হোম সোলার প্যানেল বিতরণ এর একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত পাড়াকেন্দ্রের পাড়াকর্মীদের হাইজিন বিষয়ক ৩দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ এর একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রধান কার্যালয়-রাঙ্গামাটি: ফোন-০৩৫১-৬২১৩৪; ফ্যাক্স-০৩৫১-৬২০৪২, ০৩৫১-৬৩০৯১
বান্দরবান ইউনিট: ফোন-০৩৬১-৬২৩০৩, ফ্যাক্স-০৩৬১-৬২০৬৬
খাগড়াছড়ি ইউনিট: ফোন-০৩৭১-৬১৬১৩, ফ্যাক্স-০৩৭১-৬১৪৭২
www.chtdb.gov.bd; ই-মেইল: info@chtdb.gov.bd